বন্দরবার্তার ৭ম বর্ষপূর্তি

জানুয়ারি ২০২৩ ■ বর্ষ ০৮ ■ সংখ্যা ০১

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

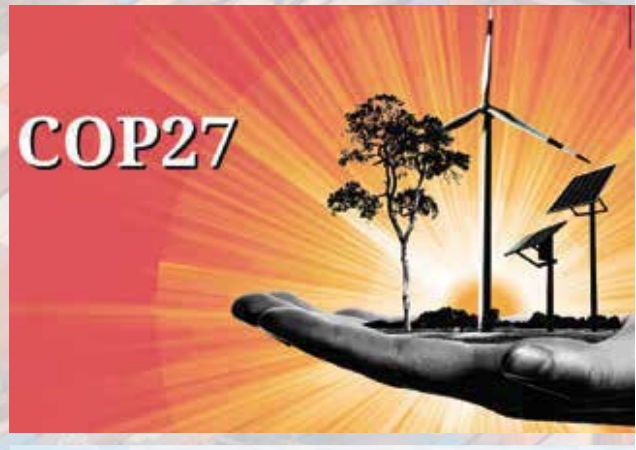

সালতামামি ২০২২

মেরিটাইম বিশ্বের আলোচিত ঘটনাপ্রবাহ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: বদলে যাচ্ছে সমুদ্র গবেষণার ধরন

মেট্রোরেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ

২০২৪ সালে যুক্ত হবে আরও দুই আইসিডি

জাপানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সমীক্ষা শুরু

বন্দরবার্তা, জানুয়ারি ২০২২

- জলবায়ু বিনিয়োগে প্রধান প্রযুক্তি খাতগুলো অবহেলিত থেকে যাচ্ছে
- ২০২২ সালেও সমুদ্র পরিবহনে বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে
- ইতালি-চট্টগ্রাম রুটে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু
- চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমা দস্যুতামুক্ত : রিক্যাপ

ঘটনাপ্রবাহে মেরিটাইম বিশ্ব ২০২১

রাতের অন্ধকার শেষ হলে ভোরের আলোর দেখা মেলে–এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু দিনের শুরুটা যে সবসময়ই আলোকিত হয় তা নয়। মাঝেমধ্যে দুর্যোগের কালো ঘনঘটা প্রকৃতিকে এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, রৌদ্রোজ্জ্বল আলোকচ্ছটার দেখা মেলা কঠিন হয়ে পড়ে। গত বছর দুয়েক এমনই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করতে হচ্ছে মেরিটাইম বিশ্বকে।

করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবায় টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি ২০২১ সালে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল নতুন উদ্যোমে। কিন্তু সদ্যবিদায়ী বছরেরও বেশির ভাগ সময়েই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট কোভিড-১৯ মহামারি।

বন্দরবার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

- সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতায় প্রবৃদ্ধি হারিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি
- কার্যকর হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি আরসিইপি
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রে জলদস্যুতা ২৮ বছরের সর্বনিম্নে
- ২০২১ সালে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির মাইলফলক

নতুনের আবাহনে পুনরুজ্জীবিত হবে সমুদ্রশিল্প

আরও একটি বছরকে পেছনে ফেলেছি আমরা। করোনা অতিমারির কারণে গত বছর বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতকে বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই একটি বিষয় সবার আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে–কেমন যাবে বছরটা। মেরিটাইম খাতেও এই আগ্রহের কমতি নেই। তবে করোনাসহ নানামুখী সংকট থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা গেছে গত বছরজুড়ে। আবার অভিযোজন সক্ষমতার চিরন্তন রীতি মেনে যেকোনো সংকটই সেখান থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেয়। সেই ধারায় গত বছর আমরা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে বেশকিছু নতুন ইতিবাচক আইডিয়া ও পদক্ষেপ দেখতে পেয়েছি।

বন্দরবার্তা, মার্চ ২০২২

- নাবিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জাতিসংঘের চার সংস্থার
- জাহাজ বন্দরে অবস্থানকালে পরিবেশদূষণ কমানোর অঙ্গীকার ইইউর
- চলতি বছর এলএনজি আমদানিতে নেতৃত্ব দেবে এশিয়া
- পোশাক রপ্তানিতে ফের দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

সোঙ্গা চিতায় সমুদ্র পরিবহনে নবযাত্রা

স্বাধীনতার পাঁচ দশকের মাথায় অনন্য এক ঘটনার সাক্ষী হলো বাংলাদেশ। কনটেইনার বাণিজ্যে সরাসরি ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনৈতিক উত্তরণের ট্রানজিশনাল সময় অতিক্রমকারী এই দেশ। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে যখন সবাই উদ্বিগ্ন, তখন এই ঐতিহাসিক যাত্রা নিশ্চিতভাবেই কিছুটা হলেও প্রশান্তির বাতাস বয়ে এনেছে। ইউরোপ বাংলাদেশের জন্য পয়মন্ত এক রপ্তানি বাজার। সুতরাং এই বাজারে আমরা নিজেদের অবস্থান যত বেশি সুসংহত করতে পারব, আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি তত বেশি মজবুত হবে।

বন্দরবার্তা, এপ্রিল ২০২২

- বছরের প্রথমার্ধে আমদানি বৃদ্ধি ও বন্দরে জট অব্যাহত থাকবে

- আইএমওর বিশেষ কাউন্সিল সেশনে নাবিক সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ
- দেশে ফিরেছেন ইউক্রেনে আটকে পড়া বাংলার সমৃদ্ধির ২৮ নাবিক
- নৌপথের উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে দেশি-বিদেশি কোম্পানি

বন্দরশিল্পের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য জলবায়ুসহিষ্ণুতা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে সমুদ্র পরিবহন খাত। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে ঘনঘন এসব দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, আগামী দিনগুলোয় এ ধরনের দুর্যোগের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে এমন দুর্যোগের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে বছরে ৫৬০টি, যা গড়ে দৈনিক দেড়টির কাছাকাছি। এ শিল্পের অন্যতম অংশীদার হওয়ায় সমুদ্রবন্দরকে বাদ দিয়ে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বন্দর শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের কোনো বিকল্প নেই।

বন্দরবার্তা, জুন ২০২২

- সাপ্লাই চেইনের গতিশীলতায় অবদান রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
- সবুজ জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে প্রণোদনার পথে হাঁটছে বন্দরগুলো
- বে-টার্মিনাল স্বপ্ন নয়, এটি এখন বাস্তবতা
- জাহাজ নির্মাণশিল্পের উন্নয়নে ২ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ : প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রবাহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ মানুষের জীবিকা ও খাদ্যের একটি বড় উৎস। বর্তমানে এই শিল্পের বাজার প্রায় ১৩ হাজার কোটি ডলারের। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাজার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, ফিশিং ভেসেলগুলোকে ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আওতায় এনে তাদের কার্যক্রম তদারকি, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেসেলগুলোর মৎস্য আহরণের পরিমাণ কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে প্রেরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে এই খাতে টেকসই উন্নয়ন আসবে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মৎস্য আহরণ খাতও তথ্য ও প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রগতি দেশের সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বন্দরবার্তা, মে ২০২২

- ২০০৮ সালের পর কনটেইনার জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশে সর্বোচ্চ চাঙ্গাভাব
- কার্বনমুক্ত শিপিং খাত পেতে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান বিমকোর
- নাবিকদের প্রসন্নতার সূচক আট বছরের সর্বনিম্নে
- সংসদে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল-২০২২' পাস

মেড ইন বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বৈশ্বিক ব্র্যান্ডিং এখন তৈরি পোশাক খাত। মেড ইন বাংলাদেশ বলতেই তাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকই সর্বাগ্রে আলোচনায় চলে আসে। বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে তৈরি পোশাকশিল্প। এই খাতটি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্প খাত। দেশের মোট রপ্তানি পণ্যের ৮০ শতাংশের অধিক তৈরি পোশাক। সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এই খাতের উন্নয়ন এখন বিস্ময়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক বড় মাপ ও মানের ভার্টিক্যাল সেট-আপ কিংবা পূর্ণাঙ্গ পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে। বিশ্বের ১৫০টির অধিক দেশ এখন বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি করে।

বন্দরবার্তা, জুলাই ২০২২

- সিদ্ধান্তহীনতায় শেষ হলো এমইপিসির ৭৮তম অধিবেশন
- সাগরে জাহাজের বিপদে পড়ার ঘটনা বেড়েছে
- মহাসাগর সম্মেলনে এসডিজি অর্জনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত বাংলাদেশের
- পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার, সক্ষমতার প্রতীক : প্রধানমন্ত্রী

পদ্মা সেতু : বদলে যাওয়া বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সারথি

আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন হয়ে থাকবে ২৫ জুন। আমাদের আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো পদ্মা সেতু এদিন উদ্বোধন করা হয়। বিদেশি ঋণদাতা সংস্থাগুলোর পশ্চাদপসরণে ভীত না হয়ে নিজেদের অর্থায়নে সেতু নির্মাণের সাহসী ঘোষণা দিয়েছিলেন যিনি, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই যাত্রা করল বাংলাদেশিদের গর্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো এই সেতু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই পরম সত্য–পদ্মা সেতু কেবল ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহা-কংক্রিটের একটি অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের অহংকার।

বন্দরবার্তা, আগস্ট ২০২২

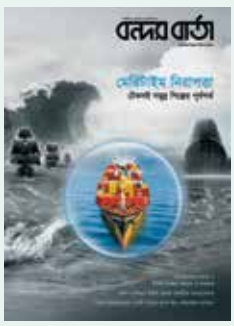

- রেকর্ড উচ্চতায় বৈশ্বিক বাণিজ্য : আঙ্কটাড
- কনটেইনার ফ্রেইট রেট নিম্নমুখী হওয়ার পূর্বাভাস জেনেটার
- দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বাংলাদেশের
- পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের জেটি নির্মাণকাজ শতভাগ শেষ

মেরিটাইম নিরাপত্তা : টেকসই সমুদ্র শিল্পের পূর্বশর্ত

অর্থনীতির বিশ্বপরিব্রাজনের শুরুটাই হয়েছিল বিপৎসংকুল সমুদ্রে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করে। তথ্য-প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের এই যুগে এসেও অর্থনীতিতে সমুদ্রের প্রভাব এতটুকু ম্লান হয়নি, বরং নানা মাত্রায় বিবর্তিত হয়ে নৌপরিবহন বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রে নৌপরিবহনের ঝুঁকিও কম নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই জলদস্যুতা এবং সমুদ্রের রুদ্র রূপ নৌ বাণিজ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। তবে যত সময় গড়িয়েছে, সাগর-মহাসাগরে নিরাপত্তাঝুঁকির ধরন ও বিস্তৃতি বেড়ে আরও বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে।

বন্দরবার্তা, সেপ্টেম্বর ২০২২

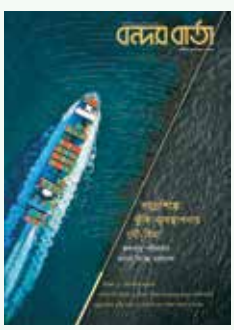

- সমুদ্র রক্ষার চুক্তি হলো না জাতিসংঘের পঞ্চম দফার বৈঠকেও
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণের তালিকা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে ভারত উপমহাসাগর
- নেপালকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর
- লয়েডস লিস্টে ৩ ধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এখন ৬৪তম

সমুদ্রশিল্পে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নৌ বিমা : জলবায়ু পরিবর্তন বদলে দিচ্ছে হালচাল

অননুমেয় গতিপ্রকৃতির সমুদ্রে চলাচল করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিপদের মুখে পড়তে হয় জাহাজগুলোকে। উত্তাল সাগরে জাহাজডুবি, জাহাজ থেকে কনটেইনার সাগরে পড়ে যাওয়া, জাহাজে আগুন লেগে যাওয়া, জলদস্যুদের কবলে পড়া–এসব ঘটনা ঘটছে অহরহ। অনেক সময় সমুদ্রসংলগ্ন দেশগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও পণ্য পরিবহনে ঝুঁকি তৈরি হয়। এই যে এত ঝুঁকি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেই সচল রাখা হচ্ছে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন, সেই ঝুঁকি প্রশমনে কার্যকর ভূমিকা রাখে নৌ-বিমা। ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের এই নিশ্চয়তাটুকু না পেলে পাহাড়সম ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রে পণ্য পরিবহন সম্ভব হতো না।

বন্দরবার্তা, অক্টোবর ২০২২

- জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগস্বল্পতা শিল্পোৎপাদনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে
- আইএমওর নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন
- দেশের সব বন্দরে টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে জাইকার সহযোগিতা চায় এফবিসিসিআই
- অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজ রপ্তানি হলো যুক্তরাজ্যে

সংকটে বৈশ্বিক অর্থনীতি : উত্তরণে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক সংকটকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। নভেল করোনাভাইরাস অতিমারির ধাক্কা কাটিয়ে মাত্রই উত্তরণের ধারায় ফিরতে শুরু করেছিল বিশ্ব অর্থনীতি। দুই বছরের সংকটের রেশ কাটানো এমনিতেই কঠিন কাজ। এর মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে নতুন চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতির বোঝা। এর পাশাপাশি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর বিপদ বাড়িয়েছে সরবরাহ সংকট। বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি-সমঝোতার কোনো পথ তৈরি না হলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আরও জটিল রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

বন্দরবার্তা, নভেম্বর ২০২২

- কার্বন নিরপেক্ষতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রুজিং খাত
- ২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমবে : ডব্লিউটিও
- পায়রা বন্দরে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর
- দেশে বিনিয়োগ প্রস্তাব বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ

সামুদ্রিক শৈবাল : সুনীল অর্থনীতির প্রসারে সম্ভাবনাময় সম্পদ

বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলো। এর অনেক সম্পদই এখনও অনুদ্ঘাটিত ও অনাহরিত রয়ে গেছে। কিছু সম্পদ কয়েকশ বছর ধরে স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হলেও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সাম্প্রতিককালে। এমনই এক সামুদ্রিক সম্পদ হলো সিউইড। বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ একটি জলজ সম্পদ এই সিউইড, পুষ্টিগুণের বিচারে যা অনন্য। বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটি। প্রাচ্যে বিশেষ করে জাপান, চীন ও কোরিয়ায় দৈনন্দিন খাদ্যভাণ্ডারের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় উপাদান সিউইড। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপেও এর ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে।

বন্দরবার্তা, ডিসেম্বর ২০২২

- কপ২৭ সম্মেলনে কিছু আশার আলো দেখেছে সমুদ্র খাত
- বৈশ্বিক শিপিং খাতের গতি শ্লথ হওয়ার পূর্বাভাস আঙ্কটাডের
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সার আমদানি বাধাগ্রস্ত করা যাবে না : প্রধানমন্ত্রী
- চট্টগ্রাম বন্দরে শতভাগ অনলাইন ডেলিভারি চালু

ইনকোটার্মস : পণ্য বাণিজ্যের বৈশ্বিক স্বীকৃত বিধান

ব্যবসায়িক টার্মের ব্যবহার এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে এর ব্যবহার উনিশ শতক থেকেই। উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাধাহীন করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সর্বজনগ্রাহ্য বৈশ্বিক বিধান ছিল অনুপস্থিত। বিভিন্ন দেশের বদ্ধ বাজার উন্মুক্ত করার প্রয়োজনেও এ ধরনের বাণিজ্যিক বিধানের দরকার ছিল। এই চাহিদাই ভিত্তি তৈরি করে দেয় ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস বা ইনকোটার্মসের, যার ওপর দাঁড়িয়েই মূলত পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্য।

জানুয়ারি ২০২৩
বর্ষ ০৮, সংখ্যা ০১

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

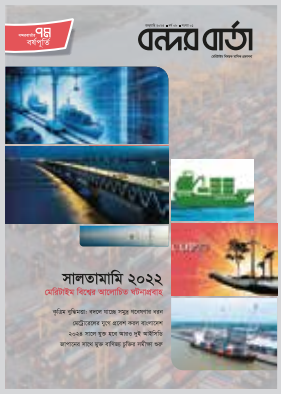

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান,
এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES
বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় চট্টগ্রাম বন্দরের প্রকাশনা ‘বন্দরবার্তা’ সুদূরপ্রসারী অবদান রাখছে

প্রিয় পাঠক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রকাশনা ‘বন্দরবার্তা’ এখন অষ্টম বছরে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষায় এমন একটি নিয়মিত মানসম্পন্ন প্রকাশনা ইতিমধ্যেই উদাহরণ তৈরি করেছে, যা বর্তমান প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে সংশ্লিষ্ট পেশা ও খাতভিত্তিক জানাশোনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে খুব প্রয়োজনীয়। উপরন্তু মাতৃভাষায় এই মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট চর্চার রয়েছে অধিক সুফল। সরকার ও জনগণের সাথে জবাবদিহিতায়ও এটি ভূমিকা রাখছে। আর সবচেয়ে প্রধান যে বিষয়টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবার অভিপ্রায় সফল করতে যে পরিমাণ জিডিপির প্রয়োজন, একক খাত হিসেবে কেবল মেরিটাইমই (সার্বিক অর্থে) সক্ষম এই জোগান নিশ্চিত করতে। সেদিক থেকে দেশের সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় চট্টগ্রাম বন্দরের এই প্রকাশনার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখছে। এই শুভক্ষণে বন্দরবার্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বন্দর চেয়ারম্যান, বোর্ড সদস্যবৃন্দ, প্রশাসন ও সচিব বিভাগসহ সম্পাদনা পরিষদ-লেখক-ডিজাইনার-প্রডাকশনের সকলকে জানাই অভিনন্দন।

ঠিক এই সময়ে বিরাট এক বাঁকবদলের মুখে বৈশ্বিক নৌপরিবহন শিল্প। করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবায় টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি ২০২১ সালে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল নতুন উদ্যমে। কিন্তু ২০২২ সালের শুরু থেকেই আবার নতুন করে সংকটের মুখে পড়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এবার সংকটের পেছনে রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সারা বিশ্বের জন্যই নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহ খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পটপরিবর্তনকারী প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে যুদ্ধের প্রভাবকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো যে সংকটে পড়েছে, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য দেশের ওপরও। টালমাটাল হয়ে পড়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এর মধ্যে নতুন আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতির বোঝা। পাশাপাশি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর বিপদ বাড়িয়েছে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে সৃষ্ট সরবরাহ সংকট। ফলে এরই মধ্যে কিছু দেশের অর্থনীতি ও শিল্পের ওপর মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালের শুরুটা ছিল নৌপরিবহন শিল্পে নানা পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে। বছরজুড়ে বেশকিছু বিধি এবং নীতিমালাতেও পরিবর্তন আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূরাজনীতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিগ্রহণ-একীভূতকরণের মতো আরও বেশকিছু কারণেও ২০২২ সালে বদলে গেছে বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি। তবে হতাশা পেছনে ফেলে আরও টেকসই শিল্পে পরিণত হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল নৌপরিবহন খাতের। বছরের শেষদিকে যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ওঠার লক্ষণ দেখা গেছে মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে। স্মরণকালের সর্বনিম্নে নেমেছে জলদস্যুতা। ইউক্রেনের অবরুদ্ধ বন্দর দিয়ে পণ্য সরবরাহ চালু করতে কৃষ্ণসাগরে গঠিত হয়েছে মানবিক মেরিটাইম করিডোর। অন্যদিকে নাবিক কল্যাণেও দেখা গেছে অগ্রগতি। মেরিটাইম লেবার কনভেনশন ২০০৬ বাস্তবায়নে গঠিত আইএলও’র বিশেষ ত্রিপক্ষীয় কমিটির সুপারিশে বেশকিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। সমুদ্রে চলাচলকারী সকল মানুষের নিরাপত্তা বিধান এবং মৌলিক অধিকার রক্ষায় ঐতিহাসিক জেনেভা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর হয়েছে গত মার্চে।

অন্যদিকে সংকট কাটিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে দীর্ঘমেয়াদের বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্রতী রয়েছে সরকার। ২০২২ সালে স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও ঢাকার মেট্রোরেলের উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের কাজ শেষ হয়েছে। কর্ণফুলীর তলদেশে নির্মীয়মাণ বঙ্গবন্ধু টানেলের কাজও শেষের দিকে। এছাড়া বন্দর ও এর হিন্টারল্যান্ড-কেন্দ্রিক অবকাঠামো এবং বে টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রক্রিয়া এগিয়ে গেছে দ্রুতগতিতে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরও এই সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়েছে। বন্দর চেয়ারম্যানের সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের চাহিদা সামাল দিতে গ্যান্ট্রি ক্রেন, রাবার-টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন, মোবাইল ক্রেন ও কইটেইনার মুভারসহ বন্দরে যুক্ত হয়েছে অনেকগুলো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি। ইতিমধ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশের বন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। আরও কয়েকটি দেশের সাথে এ সার্ভিস চালুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। এতে করে রপ্তানি ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হবে। প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, আমাদের তৈরি থাকতে হবে যেকোনো অবস্থায়। নতুন বছরে আমাদের অঙ্গীকার–সম্মিলিতভাবেই আমরা মোকাবিলা করব বর্তমান সংকট।

প্রিয় পাঠক, আমাদের মেরিটাইমচর্চা সমৃদ্ধ হোক আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে। মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট সেক্টর এবং বন্দরের অংশীজনদের সার্বিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব উদ্ভাবনী কৌশল-পরিকল্পনা ও উত্তম চর্চাগুলো বস্তুনিষ্ঠতার সাথে তুলে আনছে বন্দরবার্তা। বন্দরবার্তার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা সাত বছরের পথপরিক্রমায় সাথে থাকার জন্য।

প্রধান রচনা

সালতামামি ২০২২

মেরিটাইম বিশ্বের আলোচিত ঘটনাপ্রবাহ

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৬

নতুন ধারণা ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে বিশ্ব অর্থনীতির লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত নৌপরিবহন সেক্টর। সেই ধারা অব্যাহত ছিল ২০২২ সালেও। তবে আগের দুই বছরের করোনার প্রভাবের পর ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে সংকটে ফেলে দেয়। আর এই মানবিক বিপর্যয় সামাল দিতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- মেট্রোরেল উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য : প্রধানমন্ত্রী
- চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদে যোগ দিয়েছেন নতুন তিন পর্ষদ সদস্য
- আয় বাড়াতে ক্রুজ ও কনটেইনার সার্ভিস চালুর উদ্যোগ বিআইডব্লিউটিসির
- রমজানে নিত্যপণ্য আমদানিতে এলসি সহজ করার নির্দেশ
- বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর
- চীনকে ছাড়িয়ে ইইউর শীর্ষ পোশাক সরবরাহকারী বাংলাদেশ
- শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা ১০০ টন গার্মেন্টস পণ্য জব্দ
- রটারড্যাম সমুদ্রসৈকতের আদলে কক্সবাজারে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা
- অবসরে গেলেন পর্ষদ সদস্য মো. জাফর আলম
- দুর্ঘটনায় ছড়িয়ে পড়া তেল অপসারণ ও জাহাজ উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড
- জাপানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সমীক্ষা শুরু

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

কোভিড-১৯-পরবর্তী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিপ ট্রাফিকে পতন

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- ভূমধ্যসাগরকে কার্বন নিয়ন্ত্রণ এলাকা করার পক্ষে সবুজসংকেত
- জাহাজ নির্মাণ শিল্প পুনর্জাগরণের পরিকল্পনা ভারতের
- শিপিং খাতের প্রযুক্তিগত উন্নতি সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে
- দুর্বল ঘূর্ণিঝড়ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে
- শিপিংকে ইটিএসে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ ইইউর
- রাশিয়া, ইউক্রেনে 'যুদ্ধঝুঁকি' গ্রহণ বন্ধ করছে শিপ ইন্স্যুরাররা
- ইটিএস চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় জাহাজ মালিকরা
- আফ্রিকায় দেওয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে দ্বিধায় চীন
- বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত সুয়েজ খাল
- মিশরের মুদ্রা সংকট জট তৈরি করছে বন্দরে
- লিথুয়ানিয়ার বন্দরে বিনিয়োগ করছে ইইউ ব্যাংক
- প্যাসিফিকে কনটেইনার বাণিজ্যে শ্লথতার পূর্বাভাস
- চীনা নাগরিকদের গোয়াদার বন্দর ছাড়ার দাবি বিক্ষোভকারীদের
- আদানির ভিজিনিজাম বন্দরের বিক্ষোভ প্রত্যাহার

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি : *সাউদাম্পটন বন্দর*

গ্রন্থ পরিচিতি : *আ হিস্ট্রি অব আর্লি সাউথইস্ট এশিয়া : মেরিটাইম ট্রেড অ্যান্ড সোসাইটাল ডেভেলপমেন্ট, ১০০-১৫০০*

মেরিটাইম ফ্যাক্ট : *টিইইউ*

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব : *ফার্দিনান্দ দি লেসেপস*

মেরিটাইম ইভেন্টস : *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

১২

বিশেষ রচনা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : বদলে যাচ্ছে সমুদ্র গবেষণার ধরন

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-এ ভর করে বদলে যাচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যার ছোঁয়া লেগেছে সমুদ্র গবেষণাতেও। পানির উষ্ণায়ন সত্ত্বেও টিকে থাকা কোরালের অজানা রিফ খুঁজে বের করতে এআই কার্যকর সক্ষমতা দেখিয়েছে। রিয়েল টাইমে স্যাটেলাইট ইমেজ যাচাই-বাছাই এবং সমুদ্রের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক দূষণ নির্ণয়ের মাধ্যমে এআই তার ব্যতিক্রমধর্মী প্যাটার্ন নির্ণয় সক্ষমতা দেখিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নদীর পাশে থাকা অজানা চার হাজারেরও বেশি প্লাস্টিকের ডাম্প পাওয়া গেছে। এছাড়াও এআই নিজেকে শ্রমসাশ্রয়ী হিসেবে প্রমাণ করেছে।

১৯

মুখর বন্দর

বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতকে এগিয়ে নিতে অংশীজনদের সমর্থন চেয়েছেন নৌপ্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এবং মেরিটাইম অংশীজনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সবুজ মেরিটাইম শিল্পে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ, ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রি (এলএলডিসি) এবং ছোট দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর (এসআইডিএস) আইএমও এবং প্রধান মেরিটাইম অংশীদারদের আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানসহায়তা প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী ২ ডিসেম্বর লন্ডনের আইএমও সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ১২৮তম আইএমও কাউন্সিল চলাকালীন বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশ মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি : দ্য রোড টু ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান।

২১

২০২৪ সালে যুক্ত হবে আরও দুই আইসিডি

চট্টগ্রামে চালু হতে যাচ্ছে আরও দুটি বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি)। দক্ষিণ কাট্টলি এলাকায় অ্যাংকোরেজ কনটেইনার ডিপো ও সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড এলাকায় বে লিংক কনটেইনারস নামে ডিপো দুটি নির্মিত হচ্ছে।

বিনিয়োগ প্রায় **৮০০ কোটি** টাকা

ডিপোগুলো প্রতিটি **২০ একর** জায়গায় নির্মিত হচ্ছে
পুরোদমে চালু হবে **২০২৪ সালে**

সংরক্ষণ করা যাবে প্রায় **১২ হাজার টিইইউ** কনটেইনার

বছরে হ্যান্ডলিং সক্ষমতা হবে প্রায় **৬ লাখ** কনটেইনার

ডিপো দুটি অপারেশনে গেলে আইসিডির সংখ্যা দাঁড়াবে **২১টিতে**

বর্তমানে **১৯টি** আইসিডির কনটেইনার ধারণক্ষমতা প্রায় **৭৬ হাজার টিইইউ**

আইসিডি দুটি চালু হলে এই ধারণক্ষমতা হবে **৮৮ হাজার টিইইউ**

২০২২ সালের *প্রথম নয় মাসে* গালফ অব গিনিতে ছোটবড় মিলে মোট *৯০টি* সশস্ত্র জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে, গত তিন যুগে যা সর্বনিম্ন

২০২৬ সালের মধ্যে *সম্পূর্ণ পেপারলেস চার্ট* অফিসে পরিণত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে *ব্রিটিশ পেপারচার্টস*

সালতামামি ২০২২

মেরিটাইম বিশ্বের আলোচিত ঘটনাপ্রবাহ

কালের চিরাচরিত নিয়মে নতুন বছরের ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করেছে। ঘটনা-দুর্ঘটনা মিলে বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা ২০২২ এ। নতুন ধারণা ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে বিশ্ব অর্থনীতির লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত নৌপরিবহন সেক্টর। দেশে দেশে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, জরুরি চিকিৎসাসেবায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মানবিক বিপর্যয় সামাল দিতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি। ফেলে আসা বছরের এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক বাইশের সালতামামিতে।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

জমে উঠেছে ট্যাংকার মার্কেট

বছরের শুরুতে কনটেইনার জাহাজের রমরমা আর ট্যাংকারের দুর্দিনে যদি কেউ বলতেন এ কথা, বিশ্লেষকরা একে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু বেশ কয়েকটি অপ্রত্যাশিত বৈশ্বিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে বছর শেষে ছবিটা উল্টো ঘুরে ক্রুড অয়েলসহ সকল ধরনের ট্যাংকারের চাহিদা এখন আকাশচুম্বী। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল-গ্যাস আমদানিতে মার্কিন ও ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার পর যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ট্যাংকার বাজার সেভাবে স্থবির তো হয়ই নি, বরং জমে ওঠে ট্যাংকার বাণিজ্য। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম কমিয়ে দেয় রাশিয়া আর হ্রাসকৃত মূল্যে পাওয়া সেই তেলের প্রধান গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায় চীন আর ভারত। পরে নিজেদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভেঙে বছরের শেষ নাগাদ ইইউ আর যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই রাশিয়ার সাথে পুনরায় তেল বাণিজ্য শুরু করলে সুদিন ফেরে ট্যাংকার ইন্ডাস্ট্রিতে।

স্মরণকালের সর্বনিম্নে নেমেছে জলদস্যুতা

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের প্রথম নয় মাসে জলদস্যুদের অভয়ারণ্য বলে একদা পরিচিত গালফ অব গিনিতে ছোটবড় মিলে মোট নব্বইটি সশস্ত্র হামলা বা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, গত তিন যুগে যা সর্বনিম্ন। জলদস্যুর উৎপাত লক্ষণীয় হারে কমে ক্রমশ নিরাপদ হয়ে উঠছে ভারত মহাসাগরও। ফলে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রিতে এ অঞ্চলকে হাই-রিস্ক এরিয়ার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে।

উঠে যাচ্ছে ব্রিটিশ পেপারচার্টস

দ্য ইউকে হাইড্রোগ্রাফিক অফিস ঘোষণা দিয়েছে পরিবেশ সুরক্ষার অংশ হিসেবে এ বছর থেকে তারা নতুন আর কোনো পেপারচার্ট ছাপাবে না। কেবল ডিজিটাল মাধ্যমেই পাওয়া যাবে হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং হালনাগাদ প্রতিষ্ঠানটির চার্টসমূহ। প্রতি বছর ছাপার হার কমিয়ে ২০২৬ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ পেপারলেস চার্ট অফিসে পরিণত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ২২৫ বছরের পুরনো ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানটি।

সংযুক্তি, একত্রীকরণ আর চুক্তি বেড়েছে

গেল বছরের মাঝামাঝি সময়ে ট্যাংকার জায়ান্ট ইউরোন্যাভ এবং আরেক বৃহৎ ক্রুড অয়েল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ফ্রন্টলাইন লিমিটেড দ্বিপক্ষীয় 'ডেফিনিটিভ কম্বিনেশন এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করে। দুই প্রতিষ্ঠানের ৬৮ ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ারসহ মোট ১৪৬টি ট্যাংকার ভেসেল এবং পুঁজিবাজারে মোট ৪ বিলিয়ন ডলারের স্টক নিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ট্যাংকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'ফ্রন্টলাইন'। ইউরোপ-এশিয়ার মধ্যবর্তী জলপথে বিশেষ করে বেলজিয়াম, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর এবং গ্রীসের সমুদ্রপথে চলাচল করবে এ জাহাজগুলো, যার হেডকোয়ার্টার থাকছে সাইপ্রাসে।

মেরিন ইনস্যুরেন্সের দুই প্রতিষ্ঠান নর্থ অব ইংল্যান্ড পিঅ্যান্ডআই ক্লাব এবং দ্য স্ট্যান্ডার্ড ক্লাব একীভূত হয়ে গঠন করেছে আইনি ও বিমা সহায়তা প্রতিষ্ঠান 'নর্থস্ট্যান্ডার্ড'। দুই প্রতিষ্ঠানের পুরনো সেক্টর, মেরিন ইনস্যুরেন্স নিয়ে তো বটেই, নতুন সেবা হিসেবে আইনি সহায়তাও দেবে নর্থস্ট্যান্ডার্ড।

মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত নাম কিউএইটিএইট। গেল মে মাসে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যারের জনপ্রিয় এ প্ল্যাটফর্মকে অধিগ্রহণ করে নেয় শীর্ষস্থানীয় মেরিটাইম ফ্রেইট সফটওয়্যার তৈরি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভেসন নটিক্যাল।

চার বছর পর বন্ধ ট্রেডলেন্স

অনেকটা হুট করে, নভেম্বরে মায়েরস্ক এবং আইবিএমের কাছ থেকে যৌথ ঘোষণা আসে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্লকচেইন-ভিত্তিক ওয়ান-স্টপ শিপিং সলিউশন প্ল্যাটফর্ম ট্রেডলেন্স। এপি মোলার-মায়েরস্কের অধীন মেরিটাইম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান জিটিডি সলিউশন এবং আইবিএম মিলে ২০১৮ সালে বাজারে এনেছিল ট্রেডলেন্স। অধিকাংশ শীর্ষ মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট, লজিস্টিক, টার্মিনাল, ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্ত হয় এতে। একটি উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ রিয়েল টাইম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনকে ডিজিটাইজ ও স্বচ্ছ করে তোলার সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ট্রেডলেন্স। দুর্ভাগ্যবশত তথ্য শেয়ারের জন্য সফলভাবে কার্যকর প্রযুক্তি এসে গেলেও বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার অভাব এবং বাণিজ্যিকভাবে অসফল হওয়ায় অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল বিপুল সম্ভাবনার ট্রেডলেন্স।

২২ জুলাই তুরস্ক ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইউক্রেন থেকে জাহাজে করে খাদ্যপণ্য রপ্তানির সুযোগ দিতে কৃষ্ণসাগরে মানবিক মেরিটাইম করিডোর দিয়ে পণ্য পরিবহন শুরু হয়

কৃষ্ণসাগরে মানবিক মেরিটাইম করিডোর

বৈশ্বিক গম সরবরাহে রাশিয়া ও ইউক্রেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এই দুই দেশের খাদ্যশস্য রপ্তানির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গেল ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ইউক্রেনের দক্ষিণের তিন বন্দর– ওডেসা, চেরনোমোরস্ক ও ইউঝনি অবরোধ করে রেখেছিল রুশ বাহিনী। ফলে ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। গত ২২ জুলাই তুরস্ক ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইউক্রেন থেকে জাহাজে করে খাদ্য রপ্তানির সুযোগ দিতে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তির আওতায় কৃষ্ণসাগরে রাশিয়া অবরোধ শিথিল করে দেয়। হিউম্যান করিডোরের আওতায় ১ আগস্ট প্রথমবারের মতো ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে ২৬ হাজার টন ভুট্টা বোঝাই করে লেবাননের পথে যাত্রা করে রাজোনি নামের সিয়েরা লিওনের পতাকাবাহী একটি জাহাজ। দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শস্য রপ্তানির পথ খুলে দিয়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট সামাল দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এ উদ্যোগ। নভেম্বরে এসে পরবর্তী ১২০ দিনের জন্য ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ নামে এ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয় জাতিসংঘ ও ইউক্রেন।

মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে নাবিক পরিত্যাগ

২০২২ সালের মে মাসে ৩ হাজার ৬২৩ জন নাবিক নিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অন্তত ২৪৭টি জাহাজ সমুদ্রে ভাসছিল। বাড়ি বা নিকটস্থ বন্দরে ফেরার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি নেই, যথেষ্ট খাদ্য নেই, মালিকপক্ষের সাড়া নেই। এ বিপদে সবচেয়ে বেশি নাবিক ছিলেন ভারতীয়রা, ৭২৪ জন। ৩৬৮ ও ৩১৮ জন নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ইউক্রেন ও ফিলিপাইন। সি ফেয়ারিং পেশায় সবচেয়ে বেশি থাকেন সাধারণত এই তিন দেশের নাবিকরাই। সর্বোচ্চ ২৬টি পরিত্যক্ত জাহাজ ভেসে এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলসীমায়। ফ্ল্যাগ স্টেট হিসাব করলে সবচেয়ে বেশি জাহাজ ছিল পানামার পতাকাবাহী। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে নাবিকদের সুরক্ষা ও পরিস্থিতির উন্নয়নে ডিসেম্বরে আইএলও/আইএমও যৌথ বৈঠকে নতুন বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পিঅ্যান্ডও ফেরিতে গণছাঁটাই

দ্বীপদেশ যুক্তরাজ্য থেকে আয়ারল্যান্ড এবং কন্টিনেন্টাল ইউরোপে কুড়ি বছর ধরে ফেরি সার্ভিস দেয় পিঅ্যান্ডও। ব্যবসায় ধারাবাহিক ক্ষতির অজুহাতে ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে গত মার্চ মাসে সকল অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। একই সপ্তাহে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে হঠাৎ করেই একসাথে আটশ কর্মীকে ছাঁটাই করেন কোম্পানির সিইও পিটার হেবেলথওয়েইট। সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল

২০২২ সালের মে মাসে ৩,৬২৩ জন নাবিক নিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমুদ্রে ভাসছিল অন্তত ২৪৭টি জাহাজ

কনটেইনার জাহাজ এভার ফরোয়ার্ড বাল্টিমোর বন্দর ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চেসাপিক বের ডুবোচরে আটকে যায়

চেসাপিক বের ডুবোচরে এক মাসের বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই অবশেষে মুক্ত হয় হংকংয়ের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ এভার ফরোয়ার্ড

ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইটিএফ), ইউরোপিয়ান ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ইটিএফ), নটিলাস ইন্টারন্যাশনালসহ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শুরু করেন ইন্ডাস্ট্রি স্টেকহোল্ডারগণ। পিঅ্যান্ডও ফেরির মূল মালিক ডিপি ওয়ার্ল্ড আইন ভঙ্গ করায় সরকার এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বলে বিবৃতি দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ঘটনার পরপরই আইএমও এবং ব্রিটিশ সরকার যৌথভাবে ইংলিশ জলসীমায় নাবিকদের অধিকার এবং বেতন স্কেল পরিমার্জনের কাজ শুরু করেছে।

তীরে উঠে পড়ে এভার ফরওয়ার্ড

দৈত্যাকার জাহাজ এভার গিভেন সুয়েজ খালে এক সপ্তাহ ধরে আটকে থেকে এবং কয়েক মাস ধরে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাহত করার প্রায় এক বছর পর প্রায় একই কাণ্ড ঘটায় এভারগ্রিন মেরিনের আরেক জাহাজ এভার ফরোয়ার্ড। বাল্টিমোর বন্দর ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহাজটি উঠে পড়ে চেসাপিক বের বালুকাবেলায়। হংকংয়ের পতাকাবাহী ৩৩৪ মিটার দীর্ঘ জাহাজটিতে তখন প্রায় ১১ হাজার কনটেইনার লোডেড অবস্থায় ছিল। জাহাজটির তলদেশ কাদামাটির প্রায় ২৪ ফুট নিচে পর্যন্ত গেঁথে যাওয়ায় প্রথমে ওজন কমানোর মিশনে নামে মার্কিন কোস্ট গার্ড। ডুবোচরে এক মাসের বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এপ্রিল নাগাদ অবশেষে মুক্ত হয় এভার ফরোয়ার্ড।

লিথিয়াম ব্যাটারিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি

জাহাজে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উপস্থিতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অগ্নি ঝুঁকিকে বিশেষ অগ্নি সুরক্ষা এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স সিস্টেমের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত বলে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে অ্যালিয়াঞ্জ। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন-সাইট ফায়ার ব্রিগেডের সাথে সমন্বয় করে এ ধরনের অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবিলায় জরুরি প্রাক-পরিকল্পনা থাকা উচিত। প্রচলিত প্রযুক্তির তুলনায় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দুর্ঘটনা তুলনামূলক নতুন হওয়ায় এর ঝুঁকি কমাতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

ডাইভার্সিটি-ইক্যুইটি-ইনক্লুশন

বছরজুড়ে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিপিং কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোয় আগের তুলনায় লিঙ্গবৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে, কমেছে বৈষম্য। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কর্মক্ষেত্রে সমতা তৈরি করতে নানামুখী পদক্ষেপ চোখে পড়েছে বছরজুড়ে। যেমন বিশ্বের বৃহত্তম ট্যাংকার কোম্পানি হাফনিয়া, ইনোভেশন প্রতিষ্ঠান অ্যাংলো আমেরিকান, ডিজিটাম মেরিটাইম প্ল্যাটফর্ম রাইটশিপ, মাইনিং জায়ান্ট রিও টিনটো এবং শিপিং গ্রুপ উইলহেমসেনের সাথে মিলে শিপ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি থোম গ্রুপ চালু করেছে 'মেরিটাইম ডাইভার্সিটি, ইক্যুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন ইনোভেশন ল্যাব ২০২২'। নতুন ধারার এ উদ্ভাবনী ল্যাবের লক্ষ্য হলো ক্রাউডসোর্সিং এর মাধ্যমে টেকসই ও কার্যকর ধারণার উদ্ভব ঘটানো এবং কেবল একটি আইডিয়া থেকে যাচাই-বাছাই শেষে একটি পণ্য বা ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বাস্তবায়ন ও সুলভ করে তোলা।

সমুদ্রে মানবাধিকার রক্ষায় নয়া মাইলফলক

সমুদ্রে চলাচলকারী সকল মানুষের নিরাপত্তা বিধান এবং মৌলিক অধিকার রক্ষায় ঐতিহাসিক জেনেভা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর হলো গত মার্চে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাট সি এর উদ্যোগে তিন বছর গবেষণার পর এ ঘোষণাপত্রে চারটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। প্রথমত, সমুদ্রে মানবাধিকার সার্বজনীন; জলে-স্থলে একজন মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রে ভাসমান সকল ব্যক্তি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান অধিকার প্রাপ্য। তৃতীয়ত, সমুদ্রে

স্থানীয় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন-সাইট ফায়ার ব্রিগেডের সাথে সমন্বয় করে লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে ঘটা অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবিলায় জরুরি প্রাক-পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা

মেরিটাইম লেবার কনভেনশন ২০০৬-এ বেশকিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী, রিক্রুটমেন্ট বা প্লেসমেন্ট না হলে সময়মতো নাবিককে জানাতে বাধ্য থাকবে জাহাজমালিক পক্ষ

মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট কারণ থাকতে পারে না। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রীয়, প্রথাগত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকারের সকল ধারা সমুদ্র এলাকায়ও মেনে চলতে হবে।

নাবিক কল্যাণে এমএলসির নতুন সংশোধনী

মেরিটাইম লেবার কনভেনশন ২০০৬ বাস্তবায়নে গঠিত আইএলও'র বিশেষ ত্রিপক্ষীয় কমিটির সুপারিশে বেশকিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী, রিক্রুটমেন্ট বা প্লেসমেন্ট না হলে সময়মতো জাহাজমালিক নাবিককে জানাতে বাধ্য থাকবে। নাবিক থাকা অবস্থায় জাহাজ পরিত্যক্ত হলে নিকটস্থ বন্দর দেশ, জাহাজের ফ্ল্যাগ স্টেট এবং নাবিক যে দেশের নাগরিক, সে দেশ– এই তিন পক্ষ পূর্ণ সমন্বয়ের সাথে নাবিক সুরক্ষায় অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। পরিবার ও দেশের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে জাহাজে ইন্টারনেট সংযোগ, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, বন্দরগুলোতে জরুরি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। জাহাজে নাবিকের খাদ্য-পানীয় বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। গুরুতর দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, স্থায়ী অঙ্গহানি, হাড়ভাঙা, আত্মহত্যা-প্রবণতা বা শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে অতি জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, সময়মতো ইভাকুয়েশন নিশ্চিত করতে হবে।

'নিউ নরমাল' এখন স্বাভাবিক

করোনাকালীন সময়ে চুক্তির সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও নাবিকেরা যে অতিরিক্ত সময় জাহাজে অবস্থান এবং কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, সে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারি আঘাত হানার পর থেকে কোয়ারেন্টাইন, ভ্যাকসিন, বিভিন্ন দেশে প্রবেশ এবং ত্যাগে কোভিড টেস্টের জটিলতায় নাবিকদের সময়মতো জাহাজে যোগদান ও ত্যাগে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় চলে যাচ্ছে। টিকার ব্যাপক প্রচলনের ফলে বেশির ভাগ দেশে কোয়ারেন্টাইনের কড়াকড়ি আগের চেয়ে কমলেও প্রায়ই দশ কিংবা এগারো মাস পেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন সমুদ্রমানবরা।

'ভার্চুয়াল' ছেড়ে বাস্তবে পা শিপিং ইন্ডাস্ট্রির

টানা দুই বছর কোভিড-১৯ এর বিধিনিষেধ মেনে চলেছি আমরা। সামাজিক দূরত্ব মানতে গিয়ে বেশির ভাগ অনুষ্ঠান পিছিয়েছে, বন্ধ হয়েছে কিংবা অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালে ছিল ঠিক উল্টো চিত্র। করোনাভাইরাসের টিকার ব্যাপক প্রাপ্যতা ও বিশ্ববাসীর তিন-চতুর্থাংশের দুই ডোজ টিকা নিশ্চিত হওয়ার পর সম্মেলন, সেমিনার, প্রদর্শনী, উৎসবে সরগরম ছিল মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি। এত সব আয়োজনের মধ্যে সিঙ্গাপুর মেরিটাইম উইক, গ্রিসে পসাইডোনিয়া এক্সিবিট, ভ্যাংকুভারে আইএপিএইচ সম্মেলন, হামবুর্গ ডিকার্বোনাইজেশন কনফারেন্স ছিল উল্লেখযোগ্য। এভাবেই কলরবে মুখর থাকুক শিপিং দুনিয়া–সংশ্লিষ্ট সকলের এই ছিল আশাবাদ।

এক বছরে ইন-অরবিট স্পেয়ারসহ ওয়ানওয়েব ৬৫০টির বেশি লো আর্থ স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে কক্ষপথে

ভিডিও কনফারেন্স সহজতর হয় বলে স্মার্ট পোর্ট গড়ে তুলতে পারছে ফাইভজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী বন্দরগুলো

এগিয়ে ছিল প্রযুক্তি ও প্রকৌশলে

যখন করোনাভাইরাস অতিমারির কারণে বাণিজ্যিক কার্যক্রম থমকে যাওয়ার উপক্রম, তখনই যেন ডিজিটালাইজেশনের প্রভাব নতুন করে দেখল বিশ্ববাসী। দূরবর্তী প্রান্তে সহজে যোগাযোগের জন্য শিপিং কোম্পানিগুলো আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে, প্রচলিত বাণিজ্যিক মিটিংয়ের ধারণা বদলে গেছে, গুরুত্বপুর্ণ তথ্য রিয়েল টাইমে ক্লাউডে চলে যাওয়ার প্রবণতার সাথে মানিয়ে নিচ্ছে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি। অপারেশনাল ব্যয়-সময়, দুটোই অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) আর ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি) বহুল ব্যবহার।

যোগাযোগ মসৃণ করেছে এলইও

বছরখানেক আগেও হাইস্পিড কানেকটিভিটির জন্য মেরিটাইম ভিস্যাট হিসেবে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলোই ছিল মূল ভরসা। কিন্তু ভেসেল কমিউনিকেশন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকারীরা ইদানীং ঝুঁকছেন লো আর্থ অরবিট (এলইও) এবং মিডিয়াম আর্থ অরবিটে (এমইও)। এক দশক ধরে নির্ভরযোগ্য এল-ব্যান্ড সার্ভিস দিচ্ছে ইরিডিয়াম কমিউনিকেশনের এলইও স্যাটেলাইট, যার ব্যান্ডউইডথ দিন দিন বাড়ছে। যদিও ভিস্যাটের ব্যাপ্তির তুলনায় সেটা খুব বড় কিছু না। কিন্তু কা-ব্যান্ড কানেকটিভিটির জন্য এ বছর নতুন এক এলইও কনস্টেলেশনে ওয়ানওয়েব এর বড় অংকের বিনিয়োগ এ ধারায় পরিবর্তন আনতে চলেছে। মাত্র এক বছরে ইন-অরবিট স্পেয়ারসহ ওয়ানওয়েব ৬৫০টির বেশি লো আর্থ স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে কক্ষপথে। আশা করা হচ্ছে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শেষে এ বছরই অপারেশনাল হবে এটি।

স্যাটেলাইট যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিগন্যাল রিসিভিং এবং ট্রান্সমিটিং এর মধ্যে কিছু সময় ব্যয় হয়ে যায়, যাকে বলে নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি। জিওস্টেশনারী স্যাটেলাইটের ল্যাটেন্সি ৬০০ মিলিসেকেন্ড এবং এমইও স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে তা ১৮০ মিলিসেকেন্ড। ওয়ানওয়েবের এলইও স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে এ হার নাটকীয়ভাবে কমে আসে মাত্র ৭০ মিলিসেকেন্ডে। ফলে যোগাযোগ আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হওয়ার পাশাপাশি ক্লাউডভিত্তিক সেবা, বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপ ব্যবহারসহ স্বয়ংক্রিয় জাহাজ পরিচালনায় নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি কম হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি ফ্যাক্টর। ক্রুজ শিপ, নেভাল ফ্লোটিলা আর আবাসন স্থাপনার জন্য এমইও কনস্টেলেশন আনছে এসইএস। আগের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি স্যাটেলাইট নিয়ে এ বছরই নতুন গ্লোবাল এক্সপ্রেস কনস্টেলেশন আনতে চলেছে ইনমারস্যাট।

ডিকার্বনাইজেশনে মেরিটাইম ডেটার বহুমুখী ব্যবহার

আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা বিধিনিষেধ আগামী দশকে শিপিং ইন্ডাস্ট্রিকে যেকোনো মূল্যে ডিকার্বনাইজ করতে বেশ চাপে রাখবে। নৌপরিবহন সেক্টরে নেট-জিরো কিংবা কার্বন-নিরপেক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করতে শিপিং কোম্পানিগুলোকে তাগাদা দিচ্ছে আইএমও। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রথম করণীয় হচ্ছে কার্বন-ভিত্তিক বা আকরিক জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি চালু করা। কিন্তু পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে পরিচিত হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ এখনো বেশ চড়া মূল্যের এবং সকল বন্দরে সুলভ নয়। ২০৪০ সালের আগে এ সকল জ্বালানির ব্যাপক প্রচলন বেশ কঠিন। পরিবেশবাদী ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলো চায় দ্রুত পরিবর্তন। ইউএন এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংক, বিমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও চায় শিপিং সেক্টরে তাদের বিনিয়োগসমূহ ক্লিন এনার্জিতে চলুক। ফলে ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে হলে জাহাজমালিক, অপারেটর এবং বন্দরগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতেই হবে।

এ রকম সংকট মুহূর্তে ডিজিটালাইজেশন অনেকটা গেম চেঞ্জারের ভূমিকা রাখছে। অপারেশনাল দক্ষতা, জাহাজের গতির তারতম্য, জ্বালানি খরচ বিশ্লেষণ এবং জ্বালানিভিত্তিক নিঃসরণের ডেটা অ্যানলিসিস করে সঠিক জ্বালানি বেছে নেওয়ার সুযোগ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। স্মার্ট টেকনোলজি এবং ডেটা পরিচালিত অ্যাপ দেখিয়েছে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে জ্বালানি পরিবর্তন না করেও কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানোর মাধ্যমে পরিবেশ নীতিমালা মেনে চলা সম্ভব।

বন্দর ও জাহাজের দক্ষতা বাড়িয়েছে ফাইভজি

অল্প কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে চালু হয়ে যাওয়ায় বোঝা গেছে বিশ্বব্যাপী ফাইভজি মোবাইল নেটওয়ার্কের বহুল প্রচলন যোগাযোগের ধারণা বদলে দিতে সক্ষম। ফোরজি এবং লং-টার্ম এভোলিউশন (এলটিই) কমিউনিকেশন সিস্টেমের উত্তরসূরি ফাইভজির মাধ্যমে সার্ভিস ভেসেল, বার্থিং করে থাকা জাহাজ হারবার ও টার্মিনালে কর্মরত কর্মীদের বন্দর কর্তৃপক্ষগুলোর যোগাযোগ আরও সহজ হচ্ছে। দ্রুতগতির কোস্টাল মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক নাবিক কল্যাণ ও অপারেশনাল ডেটা ট্রান্সফারে খরচ কমাতে সক্ষম। ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ছাড়াও ইলেকট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট আপডেট, আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি, কন্ডিশন-মনিটরিং ডেটা আপলোড, ডাউনলোডে এ ধরনের নেটওয়ার্ক খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এলটিই বা ফোরজির তুলনায় ফাইভজিতে যে অতিরিক্ত ব্যান্ডউইডথ থাকে, তাতে রিয়েল টাইম মনিটরিং, ভিডিও কনফারেন্স সহজতর হয় বলে স্মার্ট পোর্ট গড়ে তুলতে পারছে ফাইভজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী বন্দরগুলো।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং

রিয়েল টাইম ডেটা জোগাড় করতে গিয়ে শিপিং কোম্পানি বা বন্দরগুলোর ডেটাবেজে প্রতি মুহূর্তে এসে জড়ো হচ্ছে মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন বাইট তথ্য। সর্বশেষ হালনাগাদ করা বিপুল তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই-বাছাই করে দরকারি অংশটুকু তুলে নিতে কাজ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং। সমুদ্রগামী ভেসেলের সর্বশেষ অবস্থান, পণ্য এবং কার্গোর নিরাপত্তা নিশ্চিত, নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন, বন্দরে জাহাজজটের খবর-প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সহজেই জেনে নিতে পারছে বন্দর এবং তার স্টেকহোল্ডাররা। বিস্তারিত ডেটা অ্যানালিসিসের সাথে যোগ হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী, দূরদর্শী ও কৌশলগত লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডাপটিভ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ডেটা মাইনিং করা এসব যন্ত্র, তথ্য এবং পদ্ধতি বন্দর ও নৌবাণিজ্যের চেহারাই বদলে দিচ্ছে।

সময়মতো উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অনেক সময় বন্দরে জাহাজ নোঙর করা অথবা ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এসে নিতান্ত তাড়াহুড়োয় যাত্রার খুঁটিনাটি নিশ্চিত করতে হয়। অথচ সঠিক সময়ে দরকারি সব তথ্য হাতে পেলে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়ে উঠতে পারে আরও নিখুঁত। প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিক সময়ে হাতে পেলে ভোক্তাপর্যায়েও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। জাহাজের পারফরম্যান্স, কন্ডিশন এবং যন্ত্রপাতির আউটপুট, সিস্টেমসহ গোটা জাহাজের সার্বিক পরিস্থিতি নজরে রাখে এআই। ফলে সংঘর্ষ, দুর্ঘটনা বা আকস্মিক দুর্যোগ অনেকাংশে এড়ানো যাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে বা রাত্রিকালীন নিরাপদ নেভিগেশনে সাহায্য করে জ্বালানি ব্যয়, কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ক্যাপ্টেনকে সময়মতো বন্দরে পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর পথ বাতলে দিচ্ছে এআই।

পরিবেশ সুরক্ষায় দৃঢ়তা দেখিয়েছে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি

শিপিং ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ টেকসই করার জন্য আসছে নতুন আইন-বিধিমালা, সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ। পরিবেশদূষণ কমাতে মেরিটাইম দুনিয়ায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বিদায়ী বছরে। গ্রিন করিডোর, ইইউ ইটিএসে শিপিংয়ের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি ও প্রযুক্তির খোঁজেও ব্যস্ত দিন পার করেছেন মেরিন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

ইইউ ইটিএসে শিপিং অন্তর্ভুক্তি প্রায় চূড়ান্ত

শিপিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিঃসরণ হওয়া গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনতে অবশেষে গত নভেম্বরে বহুল প্রত্যাশিত এমিশনস ট্রেডিং সিস্টেমে (ইটিএস) মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে ইইউ। শিপ অপারেটর সংস্থা, আইএমও এবং ইইউ'র মধ্যে কয়েক মাসের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা শেষে প্রাথমিক খসড়া চুক্তিতে পৌঁছেছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো। খসড়া অনুযায়ী ২০২৪ সাল থেকে ইউরোপীয় বন্দরগুলোর এলাকায় চলাচলের সময় জাহাজ থেকে গ্রিন হাউস নিঃসরণ হলে জাহাজমালিকদের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ২০৩০ নাগাদ শিপিং থেকে কার্বন নিঃসরণের হার অন্তত ৪০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যে আগামী বছর থেকে নৌপরিবহন খাতে কঠোর নজরদারিতে যাবে ইইউ। ৫ হাজার গ্রস টনেজের ওপরে সকল সমুদ্রগামী জাহাজ এর আওতায় আসবে।

আলোর মুখ দেখতে চলেছে গ্রিন শিপিং করিডোর

সেই ২০২১ সালে কপ২৬-এর সময় ক্লাইডব্যাংক ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করা দেশগুলো প্রতিজ্ঞা করেছিল এ দশকের মধ্যভাগে পৌঁছানোর আগে অন্তত ছয়টি গ্রিন শিপিং করিডোর প্রতিষ্ঠা করবে তারা। গ্রিন করিডোর হলো এমন শিপিং রুট, যেখানে কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করা চলবে না। এ সকল নৌপথে চলাচলকারী জাহাজগুলো ব্যবহার করবে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। যদিও গ্রিন করিডোর বাধ্যতামূলক কোনো পদক্ষেপ না, সম্পূর্ণ ঐচ্ছিকভাবে দুই বা ততোধিক বন্দরের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এসব করিডোর গড়ে উঠবে। সদ্যসমাপ্ত কপ২৭ এ 'জিরো টু মিশন কোয়ালিশন' গ্রিন শিপিং করিডোর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে হালনাগাদ বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করেছে, তাতে অত্যন্ত আশাজাগানিয়া ফলাফল দেখেছি আমরা। ইউরোপ, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়াকে সংযুক্তকারী ট্রান্সপ্যাসিফিক, এশিয়া প্যাসিফিক এবং ট্রান্সআটলান্টিক–ব্যস্ততম তিন মেরিটাইম রুটে অন্তত বিশটি গ্রিন শিপিং করিডোর স্থাপনের কাজ চলছে।

শিপিং ডিকার্বনাইজেশনে ধীরগতির সাক্ষী কপ ২৭

নভেম্বরের ৬ থেকে ২০ তারিখে মিশরের উপকূলীয় শহর শারম আল-শেখে জড়ো হয়েছিলেন ১০০টির বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, উচ্চপর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং পরিবেশকর্মীসহ পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো অংশগ্রহণকারী। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু সংকটের ভবিষ্যৎ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর অন্তত শিপিং সেক্টরকে কার্বনমুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের নীতিনির্ধারক মহল আরও উচ্চাভিলাষী কিছু উদ্যোগ কিংবা সময়সীমা নির্ধারণ করবে বলে আশা করেছিলেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। যদিও বড় ধরনের অগ্রগতি বা সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে সম্মেলন। সমুদ্র সুরক্ষা বিষয়ক তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি, সামুদ্রিক জলবায়ুর সুরক্ষায় আরও বেশি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন মেরিটাইম অংশীজনরা।

এমইপিসি ৭৮-৭৯

আইএমওর এনার্জি এফিশিয়েন্সি এক্সিস্টিং শিপ ইনডেক্স (ইইএক্সআই), কার্বন ইনটেনসিটি ইনডেক্স (সিআইআই) ও শিপ এনার্জি এফিশিয়েন্সি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এসইইএমপি) গাইডলাইন চূড়ান্ত হয়েছে এমইপিসি ৭৮ বৈঠকে। এছাড়া একটি নতুন সালফার নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ এলাকা (এসইসিএ) প্রাথমিক অনুমোদন হয়েছে, যেটি ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। ডিসেম্বরে এমইপিসির ৭৯তম অধিবেশনে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনও পেয়ে গেছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইএমও কর্তৃক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টিতে সদস্য দেশগুলো ঐকমত্যে পৌঁছানো ছাড়াও ৭৯ অধিবেশনে মারপোল অ্যানেক্স ওয়ান ও টুর সংশোধনী অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়া ব্যালাস্ট ওয়াটার এক্সপেরিয়েন্স বিল্ডিং ফেজের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে এমইপিসি। সবচেয়ে চমক আসে যখন আইএমওর কাছে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় অংকের শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয় জাপান। ২০২৫ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে শিপিং খাতে প্রতি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের বিপরীতে ৫৬ ডলার, ২০৩০ সাল থেকে টনপ্রতি ১৩৫ ডলার, ২০৩৫ সাল থেকে ৩২৪ ডলার ও ২০৪০ সাল থেকে ৬৭৩ ডলার হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে দেশটি।

বাড়ছে বাঙ্কার ফুয়েল দূষণ

সিঙ্গাপুরে ভেরিটাস পেট্রোলিয়াম সার্ভিসের এক বাঙ্কারে সরবরাহ পাওয়া হেভি ফুয়েল অয়েলে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন প্রাপ্তির খবর আসে মার্চে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানা গেল, রটারড্যাম ও আমস্টারডাম থেকে নেওয়া ভেরি লো সালফার ফুয়েলে চলছে যে সকল জাহাজ, সেগুলোতে বেশকিছু অপারেশনাল সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেই সাথে ব্যারেল, ইনজেক্টর আর ফুয়েল পাম্প প্লাঞ্জার বেশি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এইচএসএফও ধরনের এ জ্বালানি শোধন করেছিল গ্লেনকোর এবং পেট্রোচায়না। এমপিএ'র তদন্তে এটি ইচ্ছাকৃত ভুল নয় বলে প্রমাণিত হলেও এ ঘটনার প্রেক্ষিতে দুই মাসের জন্য গ্লেনকোরের বাঙ্কারিং লাইসেন্স স্থগিত করে মেরিটাইম পোর্ট অথরিটি অব সিঙ্গাপুর।

ফুয়েল স্যাম্পলে পাওয়া হাইড্রোকার্বনের মধ্যে আছে ফেনল, স্টাইরিন, অ্যালকোহল আর কিটোনিক যৌগসমূহ, যার পরিমাণ ৪ শতাংশ বা ৪০ হাজার পিপিএম পর্যন্ত। প্রচলিত পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পাওয়া ফুয়েলে এত বেশি জৈব যৌগ থাকে না। বিমকো'র মতে, এর মানে হলো ক্রুড অয়েলকে ভেরি লো সালফার অয়েলে শোধন প্রক্রিয়ায় কোনো গলদ রয়েছে।

ভূমধ্যসাগরকে এসইসিএ ঘোষণা করল আইএমও

এমইপিসি ৭৯ সংশোধনীর মাধ্যমে মারপোল-সিক্স ধারার অধীনে ভূমধ্যসাগরকে 'এমিশন কন্ট্রোল এরিয়া ফর সালফার অক্সাইড এবং পার্টিকুলেট ম্যাটার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইএমও। সংশোধনীটি ১ মে ২০২৪ থেকে কার্যকর হলেও আইন হিসেবে এর প্রয়োগ শুরু হবে ঠিক এক বছর পর ১ মে ২০২৫ থেকে। সমুদ্র বায়ুমান উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এ অঞ্চলকে নর্থ সিআর বাল্টিক সাগরের মতো 'নাইট্রোজেন এমিশন কন্ট্রোল এরিয়া' করারও দাবি জানিয়েছে পরিবেশবাদী সংস্থাগুলো।

আসছে পসাইডন প্রিন্সিপাল

স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা আট ছাড়িয়ে যাওয়ায় অবশেষে কার্যকর হতে চলেছে মেরিন ইন্স্যুরেন্সের জন্য পসাইডন নীতিমালা। বৈশ্বিক শিপ ফিন্যান্স পোর্টফোলিও ৫০ শতাংশের বেশি এ নয়া নীতিমালার আওতায় পড়বে। বিমাকারীর জাহাজের সার্বিক অবস্থার সাথে জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কতখানি মিল থাকছে, সেটি পরিমাপ করার একটি বিশেষায়িত কাঠামো বলা হচ্ছে পসাইডন প্রিন্সিপালকে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বদলে যাচ্ছে সমুদ্র গবেষণার ধরন

বন্দরবার্তা ডেস্ক

ইতিমধ্যেই আপনি হয়তো এআই ইমেজ জেনারেটরে তৈরি শিল্পকর্ম দেখে থাকবেন, হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে নেচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যাটবটের সাথে কথোপকথন চালানোর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইযুক্ত দৈনন্দিন ব্যবহার্য ডিভাইসগুলো হয়তো আপনাকে পছন্দের গানের লিস্ট করে দেয় অথবা পরবর্তী কোন স্ট্রিমিং শো দেখতে পারেন তারও পরামর্শ দেয়।

কিন্তু এআই এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু করার সক্ষমতা রাখে। মানুষের প্যাটার্ন নির্ণয় সক্ষমতা অসাধারণ। তাই তো আমরা চাঁদে সুতা কাটতে দেখি চাঁদের বুড়িকে কিংবা বিশাল শুঁড় তুলে হাতিকে খেলা করতে দেখি মেঘের দেশে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এআই আমাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। একটি এআই টুলকে লাখ লাখ স্থিরচিত্র দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতীক নির্দেশ করতে বললে মুহূর্তেই তা করে দেবে। এআই কোনো গবেষণাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, কিছুদিন পূর্বেও যা ছিল অবাস্তব কল্পনা।

রিয়েল টাইমে স্যাটেলাইট ইমেজ যাচাই-বাছাই এবং সমুদ্রের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক দূষণ নির্ণয়ের মাধ্যমে এআই তার ব্যতিক্রমধর্মী প্যাটার্ন নির্ণয় সক্ষমতা দেখিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নদীর পাশে থাকা অজানা চার হাজারেরও বেশি প্লাস্টিকের ডাম্প পাওয়া গেছে। দেখা গেছে সমুদ্রে যত প্লাস্টিক প্রবেশ করে তার প্রায় পুরোটাই ঘটে ১০টি নদীর মাধ্যমে।

এটা কেবল শুরু। অধিকন্তু মহাকাশ থেকে সামুদ্রিক ঘাসের তৃণভূমির ম্যাপিং এবং হারবারের তাপসহনশীল কোরালের অজানা রিফ খুঁজে বের করতেও দারুণ সম্ভাবনা দেখিয়েছে এআই। আমরা আশা করতেই পারি, অতি শিগগির এআই সমুদ্রের কোথায় কী মাছ বাস করে তার নির্ভুল খোঁজ দেবে–এমনকি কখনো আমরা সেগুলোকে না দেখে থাকলেও।

সত্যিই কি এআই বিজ্ঞানের জন্য গেম চেঞ্জার?

এক কথায়, হ্যাঁ। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ করা বিশাল পরিমাণ উপাত্তের কথা বিবেচনা করা যা। এখন পর্যন্ত এ সকল উপাত্ত বিশ্লেষণ বেশ শ্রমসাধ্য কাজ এবং কখনো কখনো তা খুব বিরক্তিকরও। এর কারণ প্যাটার্ন নির্ণয়ে পারদর্শী হলেও আমরা অনেক ধীর।

এআই বৃহদাকার ডেটা সেট নিয়ে কাজ করে, তা ছবি থেকে সংখ্যা–যেকোনো কিছুই হতে পারে। যেহেতু আমরাই এটাকে ট্রেইন করি, তাই এটা জানে আমরা কী চাই। তারপর এটা প্যাটার্ন নির্ণয়ের কাজ শুরু করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের জানিয়ে দেয় এ প্যাটার্নগুলো কী রকম হতে যাচ্ছে।

এই পদ্ধতি অগোছালো এবং জটিল বায়োলজিক্যাল উপাত্তের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ প্রোটিনের অরিগামি আকৃতিতে রূপ নেওয়ার ঘটনা বিশ্লেষণে এআই আলফাফোল্ডের বৈপ্লবিক অগ্রগতির কথা বলা যায়। আগে একটা একক প্রোটিন বিশ্লেষণে মাসের পর মাস কিংবা বছর লেগে যেত। সেখানে আলফাফোল্ড এক বছরেই (২০২২ সালে) ২০ কোটি প্রোটিনের গঠনের পূর্বানুমান করে ফেলেছে।

ইকোলজিতে এআই কী করতে পারে?

পানির উষ্ণায়ন সত্ত্বেও টিকে থাকা কোরালের অজানা রিফ খুঁজে বের করতে এআই কার্যকর সক্ষমতা দেখিয়েছে। এটি খুব কার্যকরভাবে বিশেষ পরিবেশগত অবস্থা চিহ্নিত করতে পারে, যেখানে সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়লেও রিফগুলো টিকে থাকতে পারবে। গবেষণায় দেখা গেছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের মধ্যে শত শত রিফই স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চ তাপসহনশীল কোরালের আবাসস্থল হতে পারে। এখন আমরা এটা জানার ফলে এসব রিফের সুরক্ষা দিতে পারব এবং ধ্বংস হতে যাওয়া রিফগুলোকে এদের মাধ্যমে অন্য কোথাও সংরক্ষণের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

এআই ইমেজ ডিটেকশন প্রোগ্রাম আত্মপ্রকাশ করার আগে মহাকাশ থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মূলত, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির স্যাটেলাইটের তোলা ছবিগুলো এআই টুল দিয়ে স্ক্যান করে লুকিয়ে থাকা প্লাস্টিক ডাম্প খুঁজে বের করা হয়। পরবর্তীতে সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় সাইটগুলো বড় হচ্ছে কিনা এবং এগুলো নদী বা সাগরের কাছাকাছি কিনা যাতে এগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করে কাছিম ও মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীর জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে।

এছাড়াও এআই নিজেকে শ্রমসাশ্রয়ী হিসেবে প্রমাণ করেছে। বিজ্ঞানের একটা অংশ সাধারণ মানুষের অগোচরেই থেকে যায়। সেটি হলো এর বিশাল পরিমাণ ম্যানুয়াল এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ। এক্ষেত্রে কোরালকীট (পলিপ) বিবেচনায় নেওয়া যায়। কিছু কোরালকীট কেন অন্যগুলোর চেয়ে অধিক তাপমাত্রা এবং অম্লপানিতে টিকে থাকে তা বুঝতে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে এদের রঙ, বেড়ে ওঠা এবং টিকে থাকার হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কিন্তু এআই এই কাজটিই আরও সূক্ষ্মভাবে এবং দ্রুততার সাথে করে দেবে।

তবে মনে রাখতে হবে এআই কোনো জাদুর কাঠি নয়। এটি একটি টুল এবং এরও কিছু অসুবিধা রয়েছে। একটি সমস্যা হলো এর ওপর অতিবিশ্বাস রাখা; যেহেতু এর অ্যালগরিদম আমাদের চেয়েও অনেক বেশি ডেটা বিশ্লেষণ করে। তাই এটা বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ দেখা গেছে নতুন চ্যাটজিপিটি অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উত্তর দিচ্ছে।

এছাড়া ইকোলজি আরও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই এআইকে যেসব ডেটা ব্যবহার করে ট্রেইন করা হয়, সেগুলোকে আমাদের সতর্কতার সাথে নিরক্ষণ করতে হবে। অধিকন্তু, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এআই মূল্যায়নগুলো ম্যানুয়ালি নিরীক্ষণ করে দেখতে হবে তা বাস্তবতার সাথে মেলে কিনা। সর্বোপরি বলা যায় পরিবেশবিদদের জন্য এআই একটি গুরুপূর্ণ সহায়ক হতে পারে–কোনোমতেই বিকল্প নয়।

এরপর কী?

কল্পনা করুন, সাগরে মাছের ডিএনএ খুঁজতে এআই নেটওয়ার্কে যুক্ত স্বয়ংচালিত ভাসমান এবং ডুবো ড্রোন সাগরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এটাকে সায়েন্স ফিকশনের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এটা এখন পুরোই সম্ভব। ড্রোন টেকনোলজি পরিণত হয়েছে, এআই টুল তার সক্ষমতা দেখিয়েছে। এখন আর আমাদের মাছ ধরার জন্য সাগরে কী আছে তা জানার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর এনভায়রনমেন্টাল ডিএনএ অনুসরণ করা। একইভাবে আমরা কোরাল রিফের স্বাস্থ্যও প্রায় রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

এটা এমন একসময়ে ঘটল যখন সামুদ্রিক পরিবেশ মৎস্য আহরণ শিল্প, মেরিন হিটওয়েভ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পানির অম্লত্ব বৃদ্ধি এবং প্লাস্টিক দূষণসহ নানা কারণে হুমকির মুখে রয়েছে। সুতরাং আমরা যত জানব এ ব্যাপারে তত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ পাব। সেক্ষেত্রে এআই হতে পারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ভূমধ্যসাগরকে কার্বন নিয়ন্ত্রণ এলাকা করার পক্ষে সবুজসংকেত

ভূমধ্যসাগরে কার্বন নিয়ন্ত্রণ এলাকা (ইসিএ) সফল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে ২০২৫ সালের পর থেকে ভূমধ্যসাগরের যেকোনো স্থানে জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে দশমিক ১ শতাংশ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার করতে হবে, যা এই অঞ্চলে বায়ুদূষণ কমিয়ে আনবে।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) লন্ডন সদর দপ্তরে ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সংস্থার মেরিন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন কমিটির (এমইপিসি ৭৯) ৭৯তম সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস বিধিমালা বর্ধিত আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে কথা হয় সভায়। এমইপিসি ৮০-তে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ে আরও আলোচনা ও বিতর্ক হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ওই সভায় আইএমও সদস্য দেশগুলো পরিমার্জিত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস নিয়ে আবারও আলোচনা করবে।

বেশকিছু এমন ধরনের প্রস্তাব জমা দিয়েছে, যা আইএমওকে আরও উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে চালিত করবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই শূন্য কার্বন নিঃসরনের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, সে ব্যাপারে আইএমও যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, সেই সুপারিশ করেছে সদস্যগুলো। উচ্চাভিলাষী এই লক্ষ্যমাত্রার কথা যেসব সদস্য দেশ বলছে, তাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্য দেশ, মার্শাল আইল্যান্ড ও সলোমন আইল্যান্ড।

সংশোধিত ও উচ্চাভিলাষী কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনায় আইএমওর ধীরগতিতে স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটের প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ বলে মনে হয়েছে। কারণ সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এসব দ্বীপরাষ্ট্র।

বৈঠকে স্বেচ্ছায় গ্রিনহাউস গ্যাস-সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয়েছে আইএমওর সদস্য দেশগুলো। প্রথমটি হলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে বন্দর ও শিপিং খাতের মধ্যে সহযোগিতার আশ্বাস। এই প্রস্তাবের আওতায় গ্রিন করিডোর এবং এ ধরনের ধারণার ব্যাপারে সহযোগিতার ব্যাপারে সম্মতি মিলেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে জাহাজ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্বেচ্ছায় তা জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আইএমও মহাসচিব কিটাক লিম সমাপনী বক্তৃতায় বলেন, এই অগ্রগতিকে আমি স্বাগত জানায়। অগ্রগতি আমরা ধরে রেখেছি এবং আগামী বছর এমইপিসি ৮০-তে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ন্যায্য সংশোধিত আইএমও গ্রিনহাউস গ্যাস কৌশল দিতে যাচ্ছি।

আইএমরও গ্রিনহাউস গ্যাস কৌশল আশাবাদী করে তুলছে বলে মন্তব্য করেছেন ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জন বাটলার।

শিপিংকে ইটিএসে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ ইইউর

বৃহত্তর খাতের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় কাউন্সিল। এর অংশ হিসেবে মেরিটাইম খাতকেও ইইউ এমিশন ট্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তারা।

ফিট ফর ৫৫ নামে পরিচিত প্যাকেজটি চূড়ান্ত করতে চলমান যে উদ্যোগ, তারই অংশ হচ্ছে আলোচনার এই ফলাফল। চূড়ান্ত চুক্তিতে ইইউর সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে এবং এজন্য বাড়তি তহবিল জোগান দিতে হবে। চুক্তিটি চূড়ান্ত হতে দুই গভর্নিং বডিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি গ্রহণ করতে হবে।

১৮ ডিসেম্বর পৌঁছানো আর্থিক চুক্তির আওতায় ইটিএস খাতের কার্বন নিঃসরণ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় অবশ্যই ৬২ শতাংশ কমাতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রস্তাবের চেয়ে ১ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

রাশিয়া, ইউক্রেনে 'যুদ্ধঝুঁকি' গ্রহণ বন্ধ করছে শিপ ইন্স্যুরাররা

রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলারুশে 'যুদ্ধঝুঁকি' গ্রহণ বাতিল করছে শিপ ইন্স্যুরাররা। ব্যাপক লোকসানের পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃবিমাকারীরা অঞ্চলটি ছেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা।

পিঅ্যান্ডআই (প্রোটেকশন অ্যান্ড ইনডেমনিটি) ক্লাব আমেরিকান, নর্থ, ইউকে ও ওয়েস্ট তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাম্প্রতিক এক নোটিসে বলেছে, ১ জানুয়ারি থেকে এই অঞ্চলের কিছু দায়ের বিপরীতে তারা আর ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারবে না।

ক্লাবগুলো বৃহৎ পিঅ্যান্ডআই ইন্স্যুরারদের অন্যতম, যারা বিশ্বে সমুদ্রগামী জাহাজের ৯০ শতাংশকে বিমা সুবিধা দিয়ে থাকে। ইউকে পিঅ্যান্ডআই ক্লাব ২৩ ডিসেম্বর জানায়, পুনঃবিমার অপর্যাপ্ততার কারণেই মূলত সমস্যাটির সৃষ্টি হয়েছে। একই দিনে পুনঃবিমাকারীদের সরে দাঁড়ানোর কথা জানায় আমেরিকান পিঅ্যান্ডআই।

জাহাজের সাধারণত পিঅ্যান্ডআই বিমা থাকে, পরিবেশগত ক্ষতির জন্য তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধ করে।

ইটিএস চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় জাহাজ মালিকরা

ইইউ ইটিএস মেরিটাইম নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ফলাফল এবং এ নিয়ে সাময়িক চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় জাহাজ মালিকরা। টেকসই জ্বালানির দিকে যে অভিগম, সেই প্রক্রিয়ায় মেরিটাইম খাতকে সহায়তার জন্য ইইউ ইটিএস রাজস্ব বরাদ্দ রাখতে অংশীজনরা আহ্বান জানিয়েছেন এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও কাউন্সিল তা গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান ইটিএস কার্বন প্রাইসের আওতায় কমপক্ষে ২ কোটি ইটিএস অ্যালাউন্স যা ১৫০ কোটি ইউরোর সমতুল্য, তা ইনোভেশন তহবিলের আওতায় মেরিটাইম প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হবে।

২০০৫ সালে গঠিত ইইউ ইটিএস হচ্ছে বিশ্বের প্রথম এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম। বর্তমানে এটি বিভিন্ন দেশ ও খাতের মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রিনহাউস গ্যাস এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম।

সংবাদ সংক্ষেপ

▸ সান্তোস বন্দর বেসরকারীকরণ থেকে সরে এল ব্রাজিল

লাতিন আমেরিকার সর্ববৃহৎ বন্দর সান্তোসের বেসরকারীকরণ থেকে সরে আসছে ব্রাজিলের সরকার। দেশটির বন্দর ও বিমানবন্দরমন্ত্রী মার্সিও ফ্রাঙ্কার বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে ব্রাজিলের সংবাদপত্র। ও এস্তাদো দি এস. পাওলোকে তিনি বলেন, বন্দরটি বেসরকারীকরণ না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সাও পাওলোর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সান্তোস বন্দরকে সয়াবিন ও চিনির মতো কৃষিপণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ গেটওয়ে হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর প্রশাসন বন্দরটি বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

▸ গ্রেট লেকে বরফ ভাঙার কাজ আগেভাগেই শুরু

ডিসেম্বরের শেষদিকের তুষার ঝড়ের বিরূপ প্রভাব সব ধরনের পরিবহনের ওপরই পড়েছে এবং গ্রেট লেকে ৩০ থেকে ৪০ ইঞ্চি পুরু তুষার জমেছে। তাই স্বাভাবিক সময়ের আগেই এ বছর কানাডিয়ান কোস্ট গার্ডের সহায়তায় বরফ ভাঙার কাজ শুরু করার কথা জানিয়ে মার্কিন কোস্ট গার্ড, যাতে করে গ্রেট লেক দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে।

'কোল শোভেল' নামে বার্ষিক এই বরফ ভাঙার কাজ ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর শুরু হয়। অন্যান্য বছর সাধারণত জানুয়ারির আগে এটা শুরু হয় না এবং মার্চ অথবা এপ্রিল পর্যন্ত চলে। তবে এটা নির্ভর করে লেকে বরফ ও আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর।

▸ এলএনজি আমদানির সক্ষমতা বাড়াচ্ছে ইতালি

ইতালি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি সক্ষমতা বিদ্যমান ১৭ বিলিয়ন ঘনমিটার থেকে বাড়িয়ে ২৭ বিলিয়ন ঘনমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে। রাশিয়ার ইউক্রেন হামলার পর মস্কোর ওপর গ্যাসনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে এই পরিকল্পনা করছে দেশটি।

২০২১ সালে মস্কো পাইপলাইনের মাধ্যমে ইতালিতে ২৯ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করে, যা রোমের মোট গ্যাস আমদানির প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাশিয়ার গ্যাসের হিস্যা কমে ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

▸ চীনা শিপইয়ার্ডে রেকর্ড সংখ্যক এলএনজি ট্যাংকারের নির্মাণাদেশ

দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্যকারী দক্ষিণ কোরিয়ার শিপইয়ার্ডগুলোর নতুন করে বিশেষায়িত এলএনজি ট্যাংকার সরবরাহ আদেশ নেওয়ার সক্ষমতা নেই। এই সুযোগটিই কাজে লাগাচ্ছে চীন। কারণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জাহাজমালিকরা এখন চীনের শিপইয়ার্ডগুলোর দিকেই ঝুঁকছেন।

এ বছর যে ১৬৩টি নতুন গ্যাস ক্যারিয়ারের সরবরাহ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার ৩০ শতাংশ পেয়েছে চীনের তিনটি শিপইয়ার্ড। এর মধ্যে এলএনজি ট্যাংকার নির্মাণের অভিজ্ঞতা আছে মাত্র একটি শিপইয়ার্ডের।

সংবাদ সংক্ষেপ

সিফেয়ারারদের স্থলে প্রবেশের সুযোগ দিল চীন

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধির পরও বিদেশি পর্যটক ও সিফেয়ারারদের জন্য বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে চীন। এজন্য কোয়ারেন্টিন বা নামার পর কোনো ধরনের কোভিড-১৯ পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না।

এক বছর ধরে চীনের বন্দরগুলো 'ক্লোজড-লুপ' মডেলে পরিচালিত হচ্ছিল অর্থাৎ, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ দিয়ে সমগ্র দেশ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। নভেম্বরে জনবিক্ষোভের পর বেইজিং কোয়ারেন্টিন ও জনস্বাস্থ্য নীতিতে পরিবর্তন এনেছে।

নতুন মেরিটাইম সিমুলেটর আনল ভিস্টেপ

ভিস্টেপ তাদের নতুন মেরিটাইম সিমুলেটর নটিস হোম মেরিটাইম পেশাজীবী, শিক্ষার্থী ও আগ্রহীদের জন্য উন্মোচন করেছে। বৃহৎ পরিসরে সিপ সিমুলেশনই এর প্রধান লক্ষ্য।

ভিস্টেপের সিইও ফ্যাবিয়ান ভ্যান ডার বার্গ বলেন, নিরাপদ, দক্ষ ও টেকসই মেরিটাইম শিল্পের জন্য সিমুলেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। খাতটি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। সেই সাথে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও আসছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মেরিটাইম পেশাজীবী ও ভবিষ্যৎ সিফেয়ারারদের নতুন দক্ষতা ও প্রতিযোগিতাসক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করছে। মেরিটাইম পেশাজীবী হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে সিমুলেশনভিত্তিক শিক্ষা।

মধ্যযুগের জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান

নরওয়ের দীর্ঘতম হ্রদ মিয়োসায় ১৪ শতকের একটি জাহাজের অবশেষে সন্ধান পেয়েছেন নরওয়েজিয়ান ডিফেন্স রিসার্চ এস্টাবশিমেন্টের হয়ে কাজ করা গবেষকরা। গবেষকদের উদ্দেশ্য অবশ্য জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খোঁজা ছিল না। তারা অবিস্ফোরিত কামানের অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে বিস্ফোরক হ্রদটিতে ফেলা হয়েছে এবং এগুলো দূষণের আধার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজধানী অসলোর উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের খাবার পানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে এই হ্রদ। সন্ধান পাওয়া জাহাজের অবশেষটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট এবং অবস্থা দেখে মনে হয়েছে যে, এটি মধ্যযুগের।

ক্যালিফোর্নিয়ার তিনটি টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে ওয়ান

ক্যালিফোর্নিয়ার তিনটি টার্মিনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস (ওয়ান)। ওয়ান বলছে, জাপানি মূল কোম্পানির কাছ থেকে এই অধিগ্রহণ তাদের প্রবৃদ্ধি কৌশলের অংশ। ওয়ান এবং এর মূল কোম্পানি মিৎসুই ওএসকে লাইন ও নিপ্পন ইউসেন কাবুশিকি কাইশার মধ্যে এ-সংক্রান্ত চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির আওতায় ওয়ান ট্রান্সপ্যাক ও ইউসেন টার্মিনালের ৫১ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করবে। এর আগে জানুয়ারিতে ওয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী সিএমএ সিজিএম লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরের ফিনিক্স মেরিন সার্ভিসেস টার্মিনালের অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে।

আফ্রিকায় দেওয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে দ্বিধায় চীন

খেলাপি হয়ে যাওয়া ঋণ ফেরত দিতে চীন যদি চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ বন্দর, রেলওয়ে ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের মতো কৌশলগত সম্পদ জব্দের মুখে পড়তে পারে। এমনটাই বলছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক থিংক ট্যাংক চ্যাথাম হাউস।

চ্যাথাম হাউস বলছে, আফ্রিকা উপমহাদেশজুড়ে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়েছে চীন। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে এই ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দেশটি। অর্থনৈতিক এই সংকট তৈরি হয়েছে মূলত মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। এই দুই কারণ আফ্রিকার কিছু দেশের খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আফ্রিকার ৫৪টি দেশের মধ্যে ২২টিই ঋণ নিয়ে বিপদে ছিল বা বিপদের ঝুঁকিতে ছিল। গত এক দশকে মহাদেশটিতে ঋণ দ্বিগুণ বেড়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত সুয়েজ খাল

মিশরের সুয়েজ ক্যানেল কর্তৃপক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে। তবে এই নৌপথ অথবা প্রস্তাবিত তহবিলের ওপর বিদেশিদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সুয়েজ ক্যানেল কর্তৃপক্ষের (এসসিএ) চেয়ারম্যান ওসামা রাবি এমনটাই জানিয়েছেন।

তহবিলের জন্য আইনি সংশোধন নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে এবং এরপরই এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, মিশর হয়তো সুয়েজ খালের শেয়ার বিদেশিদের কাছে বিক্রি করতে পারে। এই তহবিল নিয়ে কয়েক বছর ধরেই আলোচনা হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য ক্যানেলের সম্পদ পুনর্বিনিয়োগ ও সুয়েজ খাল অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সমস্যায় পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করা। এই তহবিল হবে এসসিএ থেকে আলাদা। যদিও এসসিএ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আগে থেকেই বিদেশি কোম্পানির সাথে কাজ করছে।

মিশরের মুদ্রা সংকট জট তৈরি করছে বন্দরে

মিশরে মুদ্রা সংকট দেশজুড়ে বন্দরগুলোতে জট তৈরি করছে, যেখানে ৯৫০ কোটি ডলার সমমূল্যের পণ্য আটকে আছে। যদিও এসব পণ্য ছাড়ে বেপরোয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার, যাতে করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম না বাড়ে।

মিশর এমনিতেই অনেকদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এই সংকট আরও গভীরতর করেছে। ডলারের সংকটের কারণে দেশের বন্দরগুলোতে পণ্যের স্তূপ জমেছে। মিশরীয় পাউন্ডের দরপতন পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে। চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মিশরীয় মুদ্রা প্রায় ৩৬ শতাংশ দর হারিয়েছে। ১ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার ৫০০ কোটি ডলার সমমূল্যের পণ্য ছাড় করতে সমর্থ হয়েছে। আরও ৯৫০ কোটি ডলার সমমূল্যের পণ্য বন্দরে আটকে আছে।

লিথুয়ানিয়ার বন্দরে বিনিয়োগ করছে ইইউ ব্যাংক

লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেডা সমুদ্রবন্দর উন্নয়নে অর্থায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কর্মকর্তারা। বন্দরকে পরিবেশবান্ধব করা এবং বাল্টিক ও পূর্ব ইউরোপের মেরিটাইম সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে এই অর্থায়ন।

ইইউর সদস্য দেশগুলোর মালিকানাধীন ইউরোপিয়া ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং ক্লাইপেডা স্টেট সিপোর্ট অথরিটি বন্দর উন্নয়নে সম্প্রতি ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আগেও অনুদান দিয়েছে। নরডিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকও বিনিয়োগ করছে বন্দরটির উন্নয়নে। বন্দরের কোয়ে ওয়াল পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ ও গভীর করতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে, যাতে করে আরও বড় জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারে। সেই সাথে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পণ্যে পরিবহন হাব হয়ে উঠতে পারে বন্দরটি।

প্যাসিফিকে কনটেইনার বাণিজ্যে শ্লথতার পূর্বাভাস

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কার্গোর পরিমাণ কম থাকার সাম্প্রতিক যে প্রবণতা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প পুনর্জাগরণের পরিকল্পনা ভারতের

'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' প্রচারণার অংশ হিসেবে শিল্পায়নের যে নতুন উদ্যোগ, তার আওতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে ভর্তুকি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ভারত। এই পরিকল্পনার আওতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে নগদ প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি নিম্ন করহার এবং খাতটিকে অবকাঠামোর মর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এর ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাংক থেকে অর্থায়নপ্রাপ্তি সহজ হবে।

এই প্রস্তাবের মূলে রয়েছে কমপক্ষে ৫০টি নতুন জাহাজ নির্মাণে গতি আনা। দেশের উৎপাদন খাতের ওপর উচ্চজাহাজ ভাড়ার যে প্রভাব তা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চাইছে ভারত সরকার। টেকসই সমাধান হিসেবে দেশের জাহাজের বহর বড় করার এই পরিকল্পনার প্রতি নীতিনির্ধারকরাও তাদের সমর্থন জানিয়েছেন।

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রণোদনার এই পরিকল্পনা ব্যাটারিচালিত ছোট জাহাজ নির্মাণকেও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের জাহাজ নির্মাণ পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তিভিত্তিক হবে বলেও পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের মেরিটাইম উন্নয়ন তহবিল গঠনের আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পনাটি এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের সমর্থন পেয়েছে।

২০২১ সালে প্রকাশিত ভারতের মেরিটাইম রূপকল্প ২০৩০-তে দেশকে বৈশ্বিক মেরিটাইম নেতৃত্বের আসনে নিতে অত্যাবশ্যকীয় যে দশটি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে, জাহাজ নির্মাণ শিল্প তার মধ্যে অন্যতম। জাহাজ নির্মাণকে অবকাঠামোর মর্যাদা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার মতো কিছু পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রূপকল্পের নথিতে আগেই সুপারিশ করেছিলেন।

শিপিং খাতের প্রযুক্তিগত উন্নতি সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

মেরিটাইম শিল্পে বাণিজ্যিকভাবে ৯০ হাজারের বেশি জাহাজ পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ যেমন আছে, একইভাবে আছে অফশোর সহায়ক জাহাজও। ডিজিটাইজেশন, অটোমেশন এবং স্মার্ট টেকনোলজি এ খাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। আগের ম্যানুয়াল পদ্ধতির কার্যক্রমকেও বদলে দিচ্ছে।

এই উন্নতি একই সাথে সাইবার চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করছে। এমন অনেক অনবোর্ড ওটি সিস্টেম আছে, যেগুলো ২৫-৩০ বছর আগে জাহাজটি নির্মাণের সময়ই স্থাপন করা। এর ফলে অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ এখন বাতিল হয়ে যাওয়া সফটওয়্যারে চলছে। এর ফলে সাইবার হামলাকারীদের জাহাজটিকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে সুবিধা হচ্ছে।

বিশেষ করে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ এবং ওটি ইক্যুপমেন্টে ক্ষতিকর প্রবেশের ঝুঁকি সবসময়ের। এর ফলে হামলাকারীরা নেভিগেশনাল কন্ট্রোল হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এর অর্থ হলো তারা এমন সিস্টেম ব্যবহার করবে যার সাথে জাহাজ পরিচালনকারীরা পরিচিত নন। এই ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, মারাত্মক ও কার্যকর সাইবার হামলা হয়তো সামনে অপেক্ষা করছে।

২০২১ সালের মার্চে সুয়েজ ক্যানেলের ঘটনা মেরিটাইম পরিবহন ব্যবস্থায় মারাত্মক বিঘ্নের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এই ঘটনার কেন্দ্রে ছিল ২ লাখ ২০ হাজার টনের প্রায় ৪০০ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার জাহাজ এভার গিভেন। সুয়েজ ক্যানেলে প্রবেশের সময় শক্তিশালী বাতাসের কারণে গতিপথ থেকে ছিটকে যায় জাহাজটি। এরপর নৌপথটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং জাহাজ চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।

এটা সাইবার হামলার ঘটনা ছিল না ঠিক, কিন্তু এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে, বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিপিং রুটে একটা জাহাজ হামলাকারীরা গ্রাউন্ডে করতে পারলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পুঁজিবাজারে এর কী প্রভাব পড়তে পারে। এটা জাহাজকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করার পেছনে হামলাকারীদের উৎসাহ হিসেবে কাজ করছে।

তা নভেম্বরেও অব্যাহত ছিল। যদিও পোর্ট অব লস অ্যাঞ্জেলেস ও লং বিচ উভয়েরই বিশ্বাস এটা সাময়িক, যার জন্য দায়ী অংশত বাজার পরিস্থিতি। অমীমাংসিত শ্রমিক সংকট সংক্রান্ত পরিচালন অনিশ্চয়তাও এর জন্য কিছুটা দায়ী। ২০২৩ সালের শুরুর দিকের জন্যও তাদের পূর্বাভাস নমনীয়ই।

পোর্ট অব লস অ্যাঞ্জেলেসের নির্বাহী পরিচালক জেনি সেরোকা বলেন, অনেকের প্রত্যাশার চেয়েও ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধটা ছিল বেশি দুর্বল। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পোর্ট অব লস অ্যাঞ্জেলেসে কার্গো হ্যান্ডলিং ২১ শতাংশ পড়ে গেছে।

লং বিচেও নভেম্বরে পণ্য হ্যান্ডলিং একই রকমভাবে কমেছে। এই অবস্থায় ২০২৩ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বা তারও পরে ট্রান্স-প্যাসিফিক বাণিজ্য ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বন্দর স্বাভাবিকতায় ফিরবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চীনা নাগরিকদের গোয়াদার বন্দর ছাড়ার দাবি বিক্ষোভকারীদের

এশিয়ায় চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দর সম্প্রসারণ নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে, যা দেশ দুটির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি করতে পারে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভকারীদের একজন নেতা চীনা নাগরিকদের গোয়াদার ছাড়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় পরিস্থিতি নতুন মোড় নিয়েছে।

গোয়াদার রাইটস মুভমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট মাওলানা হিদায়াত উর রহমানের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ দুই মাস ধরে চলছে। বিক্ষোভকারীরা গোয়াদার বন্দরের প্রবেশপথ এবং গোয়াদার ইস্ট বে এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন। এক্সপ্রেসওয়েটিকে পাকিস্তানের প্রধান মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাথে বন্দরকে সংযুক্তকারী গুরুত্বপূর্ণ ধমনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালেও ৩২ দিন ধরে একই ধরনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। দাবি পূরণের ব্যাপারে সরকার আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হয়েছিল সে দফায়।

আদানির ভিজিনিজাম বন্দরের বিক্ষোভ প্রত্যাহার

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালায় আদানির ভিজিনিজাম বন্দরে চার মাস ধরে চলা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে বন্দর নির্মাণ বন্ধের দাবি থেকে সরে আসা হয়নি বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীদের একজন নেতা। ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের নেতৃত্বে খ্রিস্টান মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভের মুখে আদানি গ্রুপের নির্মাণকাজ স্থগিত রাখা হয়। বন্দর নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলছেন, বন্দরটি উপকূলে ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং স্থানীয়দের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে সব আইন-কানুন মেনেই বন্দর নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে আদানি গ্রুপ। সেই সাথে গবেষণার উপাত্ত তুলে ধরে বলেছে, এর সাথে শোরলাইনে ভাঙনের কোনো সম্পর্ক নেই। কেরালা সরকারও বলেছে, ভাঙনের কারণ পুরোপুরি প্রাকৃতিক।

বন্দর নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ১০০ জনের বেশি আহত হয়। এর মধ্যে পুলিশ সদস্য রয়েছে ৬৪ জন।

আর্কটিকে শেষ সাত বছর ছিল উষ্ণতম

সর্বশেষ সাত বছরই আর্কটিকে উষ্ণতম বছর হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) বলছে, আগুন, বরফ গলা, শীতকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসা ও অধিক বৃষ্টিপাতের

সংবাদ সংক্ষেপ

আইএমও মহাসচিব পদে পানার প্রার্থী ঘোষণা

কিটাম লিমের উত্তরসূরি হিসেবে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) পরবর্তী মহাসচিব পদে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে পানামা প্রজাতন্ত্র। পানামা মেরিটাইম অথরিটির (এমএমপি) প্রথম দেশ হিসেবে প্রার্থী ঘোষণা করল তারা।

পানামা বলেছে, মেরিন এনভায়রনমেন্ট ডিভিশনের বর্তমান পরিচালক আসেনসিও ডোমিঙ্গেজকে সংস্থার নবম মহাসচিব পদে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন মহাসচিবের মেয়াদ শুরু হবে। পেশায় নেভাল আর্কিটেক্ট আইএমও মহাসচিব পদে পানামা এবং লাতিন আমেরিকার প্রথম প্রার্থী।

এলএনজির ধারণক্ষমতা বাড়াচ্ছে নেদারল্যান্ডস

নতুন স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) সংযোজনের মাধ্যমে এলএনজি আমদানির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় খুঁজছে নেদারল্যান্ডসের পরিষেবা সেবাদাতা সংস্থা গ্যাসুনি। ইউরোপের দেশগুলো গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকায় এফএসআরইউ ইউনিটের চাহিদা বাড়ছে। এলএনজি আমদানি সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে নেদারল্যান্ডসের পাশাপাশি জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড ও এস্তোনিয়া এফএসআরইউ ইউনিট বাড়ানোর কথা ভাবছে। এই উদ্যোগের ফলাফল আসতেও শুরু করেছে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জার্মানির জার্মানির প্রথম নতুন এফএসআরইউ ইউনিটের নির্মাণ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর সাগরের তলদেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড মজুদের উদ্যোগ

উত্তর সাগরের তলদেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনে ডেনমার্কের এসবিয়ার্গ বন্দরে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি প্ল্যাটফরম সাপ্লাই ভেসেল। ডেনমার্কের কার্বন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রিনস্যান্ডের জন্য জাহাজ অরোরা স্টর্মের আধুনিকায়ন করছে অফশোর জাহাজমালিক ব্লু ওয়াটার এবং অফশোর এনার্জি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সেমকো মেরিটাইম।

গ্রিনস্যান্ড প্রকল্পটি ২৩টি ড্যানিশ ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির একটি যৌথ উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য ডেনমার্কের উত্তর সাগরের তলদেশে নিঃশেষিত তেল-গ্যাস রিজার্ভারে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড মজুদ করা।

কোরিয়ায় গেল ব্লু হাইড্রোজেনের প্রথম বাণিজ্যিক চালান

ক্লিন অ্যামোনিয়ার প্রথম বাণিজ্যিক চালান দক্ষিণ কোরিয়ার উলসান বন্দরে খালাস করা হয়েছে। সৌদি আরব থেকে ৭৫ হাজার নটিক্যাল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ২০ দিন পর উলসানে পৌঁছায় চালানটি। ব্লু অ্যামোনিয়ার এটিই প্রথম চালান নয়। এর আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব থেকে ৪০ টনের একটি চালান জাপানে পৌঁছে। তবে সেটি বাণিজ্যিক চালান ছিল না। সে হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছানো এই চালানটিই ব্লু হাইড্রোজেনের প্রথম বাণিজ্যিক চালান।

সংবাদ সংকেত

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রুজ জাহাজ 'আইকন অব দ্য সিজ' পানিতে ভাসিয়েছে ফিনল্যান্ডের মেয়ার টুর্কু শিপইয়ার্ড। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের জাহাজটিকে বলা হচ্ছে এ যাবৎকালের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব ক্রুজ জাহাজ।
- এপি মোলার-মায়ের্স্ক ভিনসেন্ট ক্লার্ককে নতুন সিইও হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ২৫ বছর ধরে কোম্পানিটিতে কর্মরত ভিনসেন্ট ১ জানুয়ারি বিদায়ী সিইও সরেন স্কোউর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
- সোমালিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বোসাসো বন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সাথে চুক্তি করেছে দেশটির পান্টল্যান্ড রাজ্য সরকার। সোমালিয়ায় ডিপি ওয়ার্ল্ডের প্রভাব বিস্তারের আরেকটি পদক্ষেপ এটি।
- ১৮ ডিসেম্বর ১০৫ জন নাবিক নিয়ে ডুবে যাওয়া করভেট এইচএমটিএস সুখোথাই থেকে ছয় নাবিকের মরদেহ উদ্ধারের কথা নিশ্চিত করেছেন থাই রয়্যাল নেভি। এর আগে ৭৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা।
- ড্রেজিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার (ডিসিআই) বিগল ১২ ট্রেইলিং সাকশন হপার ড্রেজারের (টিএসএইচডি) নকশা ও প্রকৌশলগত কাজ, হার্ডওয়্যার এবং সহায়ক প্যাকেজের জন্য আইএইচসি ড্রেজারের সাথে চুক্তি করেছে কোচি শিপইয়ার্ড।
- যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরে নভেম্বরে দ্বিতীয় মাসের মতো কার্গো পরিবহন কমেছে। নভম্বরে ৬ লাখ ৩৯ হাজার ৩৪৪ টিইউস কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে বন্দরটিতে, ২০২১ সালের একই সময়ের তুলনায় যা ২১ শতাংশ কম।
- ডানকির্ক বন্দরে ফ্রান্সের তৃতীয় বৃহৎ শস্যাগার নর্ড সিরিয়ালস মৌসুমের প্রথম পাঁচ মাসে গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ শস্য রপ্তানি করেছে। ১ জুলাই মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১২ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য রপ্তানি করেছে নর্ড সিরিয়ালস।
- বড়দিনে ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত লিসবন বন্দর সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। দাবিকৃত মুক্তিপণ না দিলে বন্দরের গোপনীয় আর্থিক তথ্য ফাস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে অপরাধীরা।
- উভচর যান ইউএসএস পোর্টল্যান্ডের ক্রুরা ১১ ডিসেম্বর বায়া ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল থেকে নাসার আর্টেমিস ওয়ান ওরিয়ন স্পেস ক্যাপসুল উদ্ধার করেছেন। আর্টেমিস ওয়ান মিশন হচ্ছে নাসার পরবর্তী প্রজন্মের আর্টেমিস মুন ল্যান্ডিং প্রোগ্রাম।
- সিঙ্গাপুরে নভেম্বরে গত ২২ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মেরিন ফুয়েল বিক্রি করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাংকারিং হাবটি থেকে নভেম্বরে বিক্রি হয়েছে মোট ৪৩ লাখ ৭০ হাজার টন মেরিন ফুয়েল, যা এক বছর আগের একই সময়ের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি।
- লোয়ার মিসিসিপি নদীতে ১৮০ কোটি ডলার ব্যয়ে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন লুইজিয়ানার গভর্নর জন বেল এডওয়ার্ডস। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এটি নির্মিত হবে।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নির্মিত নতুন আইসব্রেকার আলমিরান্তে ভিয়েল ২২ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেছে চিলি। চিলি তথা দক্ষিণ আমেরিকায় এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে বড় জাহাজ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এটিকে।

কারণে আর্কটিককে মনে হচ্ছে অন্য অঞ্চল। বিশেষ করে সেখানে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে।

বাকি বিশ্বের তুলনায় আর্কটিক দুই থেকে চারগুণ দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে, যা অঞ্চলটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখভাগে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি সাগরে বরফের বিস্তৃতি কমিয়ে দিচ্ছে এবং ২০২২ সালে বরফের আস্তরণ ছিল দীর্ঘমেয়াদি গড়েরও নিচে। বরফের আস্তরণের এই হ্রাস সাইবেরিয়ান আর্কটিকের ওপর বৃষ্টিপাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ উন্মুক্ত সাগর আর্দ্রতাকে সহজেই বাতাসে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম।

কৌশলগত খনিজ রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে দেশগুলো

নিকেল রপ্তানি বন্ধ করা অথবা অপরিশোধিত নিকেল আকরিক পরিশোধনের সুযোগ দেয়, এমন কোনো আইন গ্রহণের অধিকার ইন্দোনেশিয়ার নেই বলে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। এ নিয়ে অভিযোগকারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য এটা একটা বিজয়। ডব্লিউটিওর এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও বৈশ্বিক বাণিজ্যবিধির মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে চলে এসেছে।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের জন্য জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষ আইনের খসড়া তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়াসহ কমপক্ষে ১৪টি দেশ। ব্যাটারি ও স্টেইনলেস স্টিলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিকেল তালিকায় সাতটি খনিজের অন্যতম।

তবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো বলেছেন, ডব্লিউটিওর রায়ই এ বিষয়ে শেষ কথা নয়। নিকেল ইস্যুতে ডব্লিউটিওতে আমরা হেরে গেছি ঠিক আছে। কিন্তু আমি আমার মন্ত্রীকে এর বিরুদ্ধে আপিল করতে বলেছি।

হাম্বানটোটার কাছে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল

একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের শ্রীলংকাকে অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। এটা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য রুট সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দেবে।

এই তহবিল শ্রীলংকার সেন্ট্রাল কালচারাল ফান্ডের মেরিটাইম আর্কিওলজি ইউনিটকে গোদাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণে সহায়তা করবে। গোদাওয়াকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ। ধারণা করা হয়, ২ হাজার বছর ধরে জাহাজের ধ্বংসাবশেষটি সাগরের তলদেশে পড়ে আছে।

শ্রীলংকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত জুলি চাং বলেন, ইউএস অ্যাম্বাসাডরস ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজারভেশন থেকে আসা এই তহবিল দেশটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

গোদাওয়ার ধ্বংসাবশেষ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন শ্রীলংকার দুজন কোঞ্চ ডাইভার ২০০৩ সালে। এটাকে মনে করা হয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাহাজের সবচেয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এটির অবস্থান চীন নির্মিত সমুদ্রবন্দর হাম্বানটোটার পাশে।

বিদেশে চীনের বন্দর উন্নয়নে হুমকিতে মেরিন ইকোসিস্টেম

বন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সড়কে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে চীনের বিরুদ্ধে অনেক দেশকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। এবার মেরিন ইকোসিস্টেমের ওপর চীনের উন্নয়ন অর্থায়নের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকরা।

গবেষকরা বলেছেন, চীনের ব্যাপক উপকূলীয় উন্নয়ন বিশেষ করে আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের মেরিন ইকোসিস্টেমের সংসক্তিক হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।

বিভিন্ন দেশকে দেওয়া চীনের ঋণকে ঘিরে মেরিন হ্যাবিটেটের ঝুঁকি মূল্যায়নের এটাই এ ধরনের বিস্তারিত কাজ। গবেষক দলটি ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চীনের অর্থায়নপুষ্ট ৩৯টি দেশের ১১৪টি উপকূলীয় প্রকল্পের ঝুঁকি মূল্যায়ন করেছেন।

দুর্বল ঘূর্ণিঝড়ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে

ঘূর্ণিঝড় ৩০ বছর ধরেই বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আমরা শুনেছি, এমন বড় ঝড়গুলোর ক্ষেত্রেই যে কেবল এটা প্রযোজ্য তা নয়। গবেষণা বলছে, সমুদ্র অববাহিকায় উৎপন্ন দুর্বল ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড়গুলোও কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বেশি শক্তিশালী হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কয়েক দশক আগে যে ঝড়টি কম ক্ষতি করত, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সেটিই এখন আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

উষ্ণতা সমুদ্র ঝড়ের শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছলে অনেক বেশি শক্তি জুগিয়ে থাকে। তত্ত্ব ও জলবায়ু মডেল বলছে, শক্তিশালী ঝড় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তবে এর তীব্রতা নথিভুক্ত করা সহজ নয়। ড্রিফটার নামে পরিচিত হাজারো বিচবল আকৃতির ভাসমান ল্যাবের সাহায্যে ঝড়ের সময় সমুদ্রের ঢেউ কাজে লাগিয়ে এর তীব্রতার একটা মাত্রা নিরূপণ করেছেন গবেষকরা।

ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে ঘূর্ণায়মান বাতাস ও মেঘ নিয়ে বৃহৎ ঝড়, যা সমুদ্রের উষ্ণ পানির ওপর তৈরি হয়। আটলান্টিকে এটা হারিকেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে টাইফুন নামে পরিচিত। ঝড় কতটা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে তা নির্ধারণে ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যদিও শুধু স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর সঠিক তীব্রতা হিসাব করা কঠিন।

তীব্রতা সাধারণত এক, দুই বা দশ মিনিট স্থায়ী স্থলভাগের ওপরে ১০ মিটার বেগে প্রবাহিত ভূ-উপরস্থ বাতাসের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। হারিকেনের সময় ঝড়ের স্থানে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব ব্যাপার। কিছু ঝড়ের ক্ষেত্রে এনওএএর আবহাওয়াবিদরা বিশেষ ধরনের এয়ারক্রাফট ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পাঠিয়ে তীব্রতার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মাপন ডিভাইস ফেলে দেন। কিন্তু এমন অনেক ঝড় আছে, যেগুলোর তীব্রতা এভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে অধিক দূরবর্তী অববাহিকায়।

বন্দর পরিচিতি

সাউদাম্পটন বন্দর

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সাউদাম্পটন। যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে সাউদাম্পটন বন্দরের রয়েছে একটি দীর্ঘ এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দুই হাজার বছর আগে রোমান সাম্রাজ্যের সময়েও এই বন্দরের গুরুত্বের কথা জানা যায়। সেসময় থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটা রণতরী নির্মাণ এবং যুদ্ধে যাওয়ার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সাউদাম্পটন বন্দর ব্যস্ততম সময় কাটিয়েছে। উড়োজাহাজে ভ্রমণ শুরুর আগ পর্যন্ত এটি ব্রিটেনের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ছিল।

যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাউদাম্পটন বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কার্গো হ্যান্ডেল করা এই বন্দরে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ ভেড়ানোর সুবিধা। এছাড়া সম্প্রতি এটি পরিবেশবান্ধব বন্দর হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছে। ২০২২ সালে এর কনটেইনার টার্মিনাল আগের বছরের তুলনায় কার্বন নিঃসরণ ৫৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে।

বন্দরটির আধুনিক যুগ শুরু হয় ১৮৪৩ সালে প্রথম ডক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। ১৯৮২ সাল থেকে এটি এবিপির (অ্যাসোসিয়েশন ব্রিটিশ পোর্টস) মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সাউদাম্পটন বন্দর যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে ব্যস্ত ক্রজ টার্মিনাল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম কনটেইনার বন্দর।

তেস্ত এবং ইচেন নদীর সংযোগস্থলে ১৬ কিলোমিটার বিস্তৃত এই বন্দর। এর সামনের দিকের মাইলখানেক দীর্ঘ ডুবন্ত ভ্যালি সাউদাম্পটন ওয়াটার নামে পরিচিত। আইল অব উইটে বাধা পাওয়ায় এর খাঁড়িমুখ খারাপ আবহাওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে। বন্দরটির অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে এর ঘনবসতিপূর্ণ হিন্টারল্যান্ড, লন্ডনের কাছাকাছি হওয়া এবং ব্রিটেনের অন্যান্য অংশের সাথে অসাধারণ রেল ও সড়ক সংযোগ এটিকে লন্ডনের যানজট এড়িয়ে পণ্য পরিবহনে সাহায্য করে।

বন্দরটির প্রধান বার্থগুলো তিনটি এলাকায় বিভক্ত। তেস্ত ও ইচেন নদীর সংযোগস্থলে ২০-৪৯ নম্বর বার্থ নিয়ে ওল্ড ডক, ১০১-১১০ নম্বর বার্থ নিয়ে সাউদার্ন রেলওয়ে নির্মিত নিউ ডক যেটি ওয়েস্টার্ন ডক হিসেবেও পরিচিত এবং ২০১-২০৭ নম্বর বার্থ নিয়ে কনটেইনার টার্মিনাল বিস্তৃত।

সাউদাম্পটন বন্দরে পাঁচটি সচল প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল রয়েছে। এগুলো হলো–৩৮-৩৯ নম্বর বার্থ নিয়ে কুইন এলিজাবেথ টু টার্মিনাল, ১০৬ নম্বর বার্থ নিয়ে মেফ্লাওয়ার টার্মিনাল, ১০১ নম্বর বার্থ নিয়ে সিটি টার্মিনাল, ৪৮ নম্বর বার্থ নিয়ে ওশান টার্মিনাল এবং ১০২ নম্বর বার্থ নিয়ে হরাইজন ক্রুজ টার্মিনাল। ক্রুজ টার্মিনালের অতিব্যস্ত সময়ে অতিরিক্ত হিসেবে ফল পরিবহনে ব্যবহৃত ১০৪ নম্বর বার্থও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বন্দরের কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করে ডিপি ওয়ার্ল্ড সাউদাম্পটন। এটি ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডিপ-সি টার্মিনাল। এই টার্মিনাল পরিচালনের জন্য রয়েছে ২১০ একর জায়গা। এখানে একসাথে বৃহদাকার চারটি এবং ছোট আকৃতির একটি জাহাজ থেকে পণ্য হ্যান্ডলিং করা যায়।

যানবাহন পরিবহনে এই বন্দরে রয়েছে ৫৩ একর জায়গা জুড়ে সাতটি বহুতল কার পার্কিং, মেইনটেন্যান্স ও সংরক্ষণ সুবিধা। বছরে আট লাখ পর্যন্ত যান হ্যান্ডলিং করতে পারে এই বন্দর। বাল্ক টার্মিনাল বছরে ১০ লাখ টনের বেশি বাল্ক পণ্য হ্যান্ডেল করে। পচনশীল খাদ্যপণ্যের জন্য ১৪ হাজার ৫০০ বর্গমিটার রেফ্রিজারেটেড স্টোরেজ সুবিধা এবং সতেজ ফল ও সবজির জন্য রয়েছে ডেডিকেটেড টার্মিনাল যেখান দিয়ে বছরে প্রায় ৮০ হাজার টন ফল ও সবজি পরিবাহিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি হওয়া ফলের প্রায় ৯০ শতাংশই হয়ে থাকে এই বন্দর দিয়ে।

২০২২ সালের লয়েড'স লিস্টে এটি বিশ্বের ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দরের মধ্যে ৯৮তম জায়গা করে নেয়। ২০২১ সালে এটি ১০ লাখ ৭১ হাজার ৮১ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডেল করে। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪ শতাংশ।

অফশোর উইন্ড জার্নাল কনফারেন্স ২০২৩

৭ ফেব্রুয়ারি, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে অফশোর উইন্ড খাত। এই গুরুত্ব বিবেচনায় খাতটিতে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতটিতে এখন নাটকীয় প্রবৃদ্ধি চলছে। বিভিন্ন দেশের সরকার নতুন সব প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে। বার্ষিক এই কনফারেন্সে অফশোর উইন্ড খাতের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে হালনাগাদ তথ্য বিনিময়, বাজারধারা নিয়ে আলোচনা ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। অফশোর উইন্ড প্রফেশনালদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই সম্মেলন।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3lZ6yml

ওশানোলজি ইন্টারন্যাশনাল নর্থ আমেরিকা

১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি, সান ডিয়াগো, যুক্তরাষ্ট্র

নতুন বাণিজ্যিক রুটের অনুসন্ধান, সমুদ্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও টেকসই পরিচালন পদ্ধতির গবেষণায় নিয়োজিতদের মিলনমেলায় পরিণত হবে এই সম্মেলন। সমুদ্র প্রযুক্তির সর্বাধুনিক ও উদ্ভাবনীয় সলিউশন নিয়ে আলোচনা হবে সম্মেলনে। সমুদ্রশিল্পে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ সান ডিয়াগোর ওশান টেক হাবে সমাবেত হবেন। তাদের আলোচনায় সমুদ্র অর্থনীতির কৌশলগত বিষয়গুলো উঠে আসবে। সমুদ্র শিল্প খাতের পেশাজীবীরা এই সম্মেলন থেকে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে এবং নিজেদের কর্মক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

বিস্তারিত : http://bit.ly/3KpSBrH

ওয়ার্ল্ড ওশান সামিট অ্যান্ড এক্সপো

২৭ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ, লিসবন, পর্তুগাল

এটি বার্ষিক আয়োজনটির দশম আসর। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিনির্ধারক, অসামরিক খাতের স্টেকহোল্ডার ও শিক্ষাবিদ–সমুদ্র শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রায় সব অংশীজনই এই অনুষ্ঠানে একত্র হবেন। এবারের সামিটে সাহসী পরিকল্পনা ও নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হবে। টেকসই সমুদ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ব্যবসার ধরনে কী পরিবর্তন আনা দরকার, সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হবে সামিটে। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের হুমকি ও দূষণের মতো বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পাবে এতে।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3u76kbD

গ্রন্থ পরিচিতি

আ হিস্ট্রি অব আর্লি সাউথইস্ট এশিয়া : মেরিটাইম ট্রেড অ্যান্ড সোসাইটাল ডেভেলপমেন্ট, ১০০-১৫০০

কেনেথ আর হল

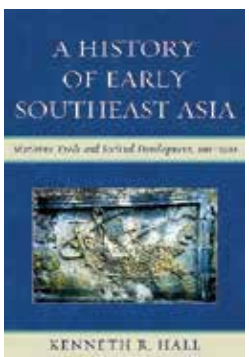

সামুদ্রিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটি অঞ্চল হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও সমৃদ্ধির অন্যতম ধারকও এই অঞ্চল। এশিয়ার এই অংশে রয়েছে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন। অঞ্চলটিতে বড় ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে ১০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই উন্নয়ন গড়ে দিয়েছিল আধুনিক সমাজ-সভ্যতার মূল ভিত্তি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রয়েছে সমুদ্রের। খনিজ সম্পদের আধার এই অঞ্চল কয়লা, পাম অয়েলসহ অন্য নিত্যপণ্য রপ্তানিতে নিজেদের অবস্থান এরই মধ্যে সুসংহত করেছে। অবশ্য সেখানকার সম্পদের প্রতি বহু আগে থেকেই নজর ছিল অন্য দেশগুলোর। খ্রিস্টপূর্ব ১১১ অব্দ থেকে ৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চল শাসন করেছে চীনা শাসকরা। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের হাত ধরে মালাক্কা, মালুকু ও ফিলিপাইনে পত্তন হয় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের। পরে স্প্যানিশ, ডাচ, ফরাসি ও ব্রিটিশ বণিকদের দাপটও দেখা গেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

মধ্যযুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে উন্নয়ন ঘটেছে, আ হিস্ট্রি অব আর্লি সাউথইস্ট এশিয়া বইটিতে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন লেখক কেনেথ আর হল। স্বর্ণযুগের গভীরে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস দেখা গেছে এই বইয়ে।

এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসব প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান মিলেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই ১ হাজার ৪০০ খ্রিস্টাব্দের পরের। এর আগের ঘটনাবলির ওপর আলোকপাতের প্রয়াস খুব কমই দেখা গেছে ইতিহাসবিদদের মধ্যে। কেনেথ আর হল সেই জায়গায় নজর দিয়েছেন। শুধু নজর দিয়েছেন বললে ভুল হবে। বরং মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপনের পাশাপাশি তিনি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করেছেন প্রজ্ঞার সঙ্গে। কেবল ১ হাজার ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তই নয়, তিনি বরং এর পরের পর্তুগিজ আধিপত্যের ইতিহাসও তুলে ধরছেন তার বইয়ে।

রোম্যান অ্যান্ড লিটরফিল্ড পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত বইটির হার্ডকভার ও পেপারব্যাক উভয় সংস্করণ রয়েছে। হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য ১২০ ডলার। আর সুলভ পেপারব্যাক সংস্করণের মূল্য ৪৮ ডলার।

আইএসবিএন-১০ : ০৭৪২৫৬৭৬১৩
আইএসবিএন-১৩ : ৯৭৮-০৭৪২৫৬৭৬১০

মেরিটাইম ফান্ডা

টিইইউ

১৯৫০-এর দশকে যাত্রা, এরপর সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে কনটেইনারের ব্যবহার ক্রমেই বেড়েছে। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য পরিবহনে বর্তমানে সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম হলো কনটেইনার। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কনটেইনার জাহাজের আকার বেড়েছে। সক্ষমতার বিচারে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে শিপিং কোম্পানিগুলো। দানবাকার কনটেইনার জাহাজগুলোর সক্ষমতা পরিমাণ করা হয় যে একক দিয়ে, সেটি হলো টিইইউ।

টিইইউ বা টোয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট হলো কনটেইনার পরিবহনের একটি প্রমাণ ইউনিট। এই নামকরণের ভিত্তি হলো ২০ ফুট (৬ দশমিক ১ মিটার) দীর্ঘ ইন্টারমোডাল কনটেইনার। এটি পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত ধাতব বাক্সগুলোর প্রমাণ দৈর্ঘ্য। অবশ্য এসব কনটেইনারের বৈশ্বিকভাবে নির্দিষ্ট উচ্চতার বাধ্যবাধকতা নেই। সাধারণত ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (১ দশমিক ৩ মিটার) থেকে ৯ ফুট ৬ ইঞ্চির (২ দশমিক ৯ মিটার) মধ্যে হয় কনটেইনারগুলোর উচ্চতা। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি (২ দশমিক ৫৯ মিটার) উচ্চতার কনটেইনার।

কনটেইনারের আরও একটি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ রয়েছে। সেটি হলো ৪০ ফুট (১২ দশমিক ২ মিটার) দৈর্ঘ্য। এগুলোর প্রস্থ ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারগুলোর সমান হয়। এই আকারের কনটেইনারগুলোকে ফরটি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট বা এফইইউ একক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত একটি এফইইউ কনটেইনারকে দুটি টিইইউ কনটেইনারের সমান ধরা হয়।

কনটেইনারের প্রমাণ আকার ব্যবহারের একেটি বড় সুবিধা হলো, ইন্টারমোডাল ট্রান্সপোর্টেশনে এটি খুব সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রথমত, নির্দিষ্ট আকারের কনটেইনার হওয়ার কারণে তা জাহাজে সারিবদ্ধ অবস্থায় রাখতে সহজ হয়। তাছাড়া জাহাজে কতগুলো কনটেইনার লোড করা হলো, সেই হিসাব রাখতেও সুবিধা হয় প্রমাণ একক ব্যবহারের ফলে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট আকারের কনটেইনার হওয়ায় সেগুলো সড়ক বা রেলপথে পরিবহনের উপযোগী ক্যারিয়ার তৈরি করাও সহজ হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারের কনটেইনার ব্যবহার করা হলে সড়ক বা রেলপথের ক্যারিয়ারগুলোর আকারও ভিন্ন হওয়া লাগত।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

ফার্দিনান্দ দি লেসেপস

ফার্দিনান্দ মারি দি লেসেপস একজন ফরাসি কূটনীতিবিদ ও উদ্যোক্তা। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে সুয়েজ খাল নির্মাণের নেপথ্যের প্রধান সংগঠক হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি কুড়িয়েছেন তিনি। প্রকৌশল বিজ্ঞানের এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার ছিল এই সুয়েজ খাল।

ফার্দিনান্দ মারি ১৮০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কূটনীতিক ম্যাথিউ দি লেসেপস ১৮১৮ সালে কায়রোর কনসাল জেনারেল নিযুক্ত হন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর লেসেপস পিতাকে অনুসরণ করে, কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৮৫৪ সালে লেসেপসকে সুয়েজ খাল-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মিশরে পাঠানো হয়। আলোচনা সফল হলে লেসেপসকে মহাপরিচালক করে সুয়েজ খাল কোম্পানি তৈরি করা হয়। এখানেও সফলতার সাথে নেতৃত্ব দেন তিনি। যার মধ্যে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা এবং ফান্ড কালেকশনসহ সব কিছুই ছিল।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সময়ের একটি অসাধারণ সাফল্য হয়ে ওঠে এটি। বৈশ্বিক নৌবাণিজ্যে বিপ্লব ঘটে এবং অনেক কম সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে নৌযোগাযোগ সম্ভব হয়। আজও, এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, সুয়েজ খাল মানব প্রকৌশলের একটি আইকনিক স্থাপনা হিসেবে রয়ে গেছে। এই প্রকল্পটির একজন দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে ফরাসি সরকার তাকে মর্যাদাপূর্ণ গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য লিজিয়ন অব অনার এবং ব্রিটিশ সরকার 'নাইটহুড' উপাধিতে ভূষিত করে।

সুয়েজ খাল নির্মাণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ১৮৮০ দশকের শেষের দিকে লেসেপসকে পানামা খাল নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এবার ব্যর্থ হন তিনি। প্রকল্পটি আর্থিক ও রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। লেসেপসের ওপর অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়। তবে এ অভিযোগ তার খ্যাতি একটুও কমাতে পারেনি। সমুদ্র প্রকৌশলের অসাধারণ কীর্তিমান লেসেপস ১৮৯৪ সালে মারা যান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ ডিসেম্বর দেশের প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন করেন

মেট্রোরেল উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সড়ক যোগাযোগের নতুন যুগে প্রবেশ করল রাজধানী ঢাকাবাসী। বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রোরেল উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৮ ডিসেম্বর ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি এটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক নোট উন্মোচন করেন।

সুধী সমাবেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করে বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে এবং মেট্রোরেলের মাধ্যমে দেশের অগ্রযাত্রার মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হলো, যা কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত হবে।

তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক পুরোপুরি নির্মাণ সম্পন্ন হলে যানজটের নিরসন হবে এবং সবাই নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বাংলাদেশ চারটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। একটি হলো মেট্রোরেল নিজেই। আর এই প্রথম বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে প্রবেশ করেছে এবং এটি দূর নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া এর মাধ্যমে দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রেনের যুগে পদার্পণ করল। এর গতি প্রতি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, উদার বিনিয়োগনীতির কারণে বাংলাদেশ এখন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল ইত্যাদি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকার পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের নতুন স্থানে মাসব্যাপী ২৭তম 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৩' হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করা মুজিববর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য ভোক্তাবাজার হয়ে উঠছে, তার ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে। বাংলাদেশ আকাঙ্ক্ষিত ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হলে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু পণ্যই আমদানি করে না, মানসম্পন্ন পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করে। বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং করার এখন উপযুক্ত সময়।

বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতকে এগিয়ে নিতে অংশীজনদের সমর্থন চেয়েছেন নৌপ্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতকে সবুজ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

তার এ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জোরদার করার জন্য প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এবং প্রধান মেরিটাইম অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সবুজ মেরিটাইম শিল্পে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ, ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রি (এলএলডিসি) এবং ছোট দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর (এসআইডিএস) আইএমও এবং প্রধান মেরিটাইম অংশীদারদের আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানসহায়তা প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী ২ ডিসেম্বর লন্ডনের আইএমও সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ১২৮তম

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদে যোগ দিয়েছেন নতুন তিন পর্ষদ সদস্য

মো. হাবিবুর রহমান
সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা)

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) হিসেবে যোগ দিয়েছেন সরকারের যুগ্ম সচিব মো. হাবিবুর রহমান। তিনি সদ্য অবসরে যাওয়া সদস্য মো. জাফর আলমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের আগে তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোহাম্মদ শহীদুল আলম
সদস্য (অর্থ)

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (অর্থ) হিসেবে যোগ দিয়েছেন সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম। তিনি সদ্য বিদায়ী সদস্য মো. কামরুল আমিনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের আগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কমডোর এম ফজলার রহমান
সদস্য (হারবার ও মেরিন)

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (হারবার ও মেরিন) পদে যোগ দিয়েছেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা কমডোর এম ফজলার রহমান। তিনি সদ্যবিদায়ী সদস্য কমডোর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের আগে তিনি বানৌজা হাজী মহসিন ও বানৌজা শেখ মুজিবে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী লন্ডনের আইএমও সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ১২৮তম কাউন্সিলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন

আইএমও কাউন্সিল চলাকালীন বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশ মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি : দ্য রোড টু ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান।

২০২৩ সালের মধ্যে হংকং কনভেনশন অনুসমর্থনের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে নিরাপদ এবং পরিবেশগতভাবে জাহাজ পুনর্ব্যবহার করার জন্য আইএমও'র সেনস্ট্রেক প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব করছে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় জাহাজ পুনর্ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ইস্পাত ব্যবহার হ্রাস ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বৈশ্বিক ডিকার্বনাইজেশনে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং আইএমও'তে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সাইদা মুনা তাসনিম, আইএমও'র মহাসচিব কিট্যাক লিম, ভারতের নৌপরিবহন, বন্দর ও নৌপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং আইএমও কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান ড. সঞ্জীব রঞ্জন ও বাংলাদেশের নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মো. নিজামুল হকসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা।

একই দিন প্রতিমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এভিয়েশন, মেরিটাইম ও সিকিউরিটি-বিষয়ক মন্ত্রী (পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি) ব্যারোনেস ভেরির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ব্যারোনেস ভেরি বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতের উন্নয়নে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আয় বাড়াতে ক্রুজ ও কনটেইনার সার্ভিস চালুর উদ্যোগ বিআইডব্লিউটিসির

পদ্মা সেতু চালুর পর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) আয় ২৭ শতাংশ কমেছে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির ২০ ডিসেম্বরের বৈঠকে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। তাই আয় বাড়াতে ক্রুজ ও কনটেইনার সার্ভিস চালুসহ করপোরেশন নতুন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকের অনুমোদিত কার্যবিবরণী থেকে জানা গেছে, বেশ কয়েকটি নতুন রুটে ফেরি চলাচলের উদ্যোগ নিয়েছে বিআইডব্লিউটিসি, যা বাস্তবায়নে কাজ চলছে। পাশাপাশি মাওয়া ফেরিঘাটকে পর্যটনবান্ধব করার বিষয়ে পর্যটন করপোরেশনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এ ছাড়া করপোরেশনের প্যাডেল স্টিমারগুলো দিয়ে ঢাকায় ক্রুজ সার্ভিস চালুর বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। করপোরেশনের আয় বাড়াতে কলকাতার সঙ্গে কনটেইনার সার্ভিস চালুর প্রস্তাবের কথাও জানান বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান। এ সার্ভিস চালু করা গেলে প্রতিদিন ১০ হাজার ডলার আয় করা সম্ভব হবে বলেও তিনি জানান।

সংসদীয় কমিটিকে জানানো হয়েছে, বিআইডব্লিউটিসির নিয়ন্ত্রণাধীন নির্মিত এবং নির্মিতব্য ওয়াকওয়ে, ইকোপার্ক, ট্যুরিজম স্পট, ক্যান্টিন ইত্যাদি ইজারার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ও পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এর জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে বলেও জানানো হয় বৈঠকে। সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে নদীতীরবর্তী জায়গাগুলো কেনাবেচার ক্ষেত্রে এনওসি (অনাপত্তি) দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে নদীতীর রক্ষার্থে বেদখল জায়গা উদ্ধার করে বনায়নে কোন ধরনের গাছ লাগানো হবে, এ ব্যাপারে বন বিভাগের পরামর্শ নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটির সভাপতি মেজর (অব.) রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও অংশ নেন।

রমজানে নিত্যপণ্য আমদানিতে এলসি সহজ করার নির্দেশ

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমদানিতে সর্বোচ্চ সহায়তা করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকার্স সভায় এ নির্দেশনা দেন গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। সভা শেষে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক।

তিনি বলেন, নিয়মিত ব্যাংকার্স সভায় সামগ্রিক অর্থনীতিসহ ব্যাংক খাতের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। এজন্য এসব পণ্যের আমদানি ঋণপত্র (এলসি) সহজ করার বিষয় এমডিদের বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে এলসি খোলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে সব ধরনের নীতিসহায়তা দেওয়া হবে।

রোজায় প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, পেঁয়াজ, খেজুর, ফলমূল এবং চিনিসহ নিত্যপণ্যের আমদানি অর্থায়নের ক্ষেত্রে মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ১৩ ডিসেম্বর আরেক নির্দেশনায় রমজানের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বাকিতে আমদানির সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, চিনি ও খেজুর ৯০ দিনের সাপ্লায়ার্স বা বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় আমদানির সুযোগ পাবেন আমদানিকারকরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া সুবিধা আগামী বছরের (২০২৩) মার্চ পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে। এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর অপর এক নির্দেশনার মাধ্যমে এসব পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখাসহ পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আমদানি এলসি স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিনের হার ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব পদক্ষেপ আসন্ন রমজানে বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান নিশ্চিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বাজার-সংশ্লিষ্টরা।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। রাত ১২টা ১ মিনিটে বন্দরের জলসীমায় অবস্থান করা সকল জাহাজ ও জলযানসমূহ একনাগাড়ে ১ মিনিট হুইসেল বাজানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচির শুরু হয়। এছাড়া বন্দর চ্যানেলে অবস্থানরত জাহাজ ও জলযানসমূহ রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল দপ্তর, আবাসিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাবসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বন্দর রিপাবলিক ক্লাব প্রাঙ্গণে স্মৃতিস্তম্ভে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে বন্দরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন্দর চেয়ারম্যান স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে–মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে, টানেল নির্মাণ হয়েছে, মেট্রোরেল চালু হয়েছে।

এদিন জোহরের নামাজের পর বন্দর চেয়ারম্যান, সদস্যগণ ও বিভাগীয়

প্রধানগণ ৮ নম্বর সড়কস্থ বন্দর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফিরাত, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে বন্দরের আওতাধীন সকল মসজিদ, এবাদতখানা, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

চীনকে ছাড়িয়ে ইইউর শীর্ষ পোশাক সরবরাহকারী বাংলাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) চীনের বাজার থেকে সবচেয়ে বেশি পোশাক আমদানি করে। কিন্তু ২০২২ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশটিকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্য থেকে এটি জানা গেছে।

ইইউভুক্ত ২৭টি দেশ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পোশাক পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। ২০২২ সালের প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশ থেকে এসব দেশের আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য ছিল সাড়ে ১৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এ সময় বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের কেজিপ্রতি মূল্য বেড়েছে ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। পরিমাণ বিবেচনায় এ সময় চীনের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে বেশি আমদানি করেছে।

ইউরোস্ট্যাটের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ নয় মাসে সারা বিশ্ব থেকে ইইউর দেশগুলো ৩৪৭ কোটি ৭ লাখ ৭৭ হাজার কেজি পোশাক আমদানি করেছে। প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। যার পরিমাণ ছিল ১০২ কোটি ৭৬ লাখ ৩০ হাজার কেজি। পরিমাণের দিক থেকে আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৮ দশমিক ১৫ শতাংশ। আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য ছিল ১ হাজার ৭৫৫ কোটি ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। অর্থমূল্যের দিক থেকে প্রবৃদ্ধি এসেছে ৪৩ দশমিক ২১ শতাংশ।

শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা ১০০ টন গার্মেন্টস পণ্য জব্দ

শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা গার্মেন্টস পণ্যের বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল একটি বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট এলাকার ফোর এইচ গ্রুপের বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে জব্দ করা পণ্যগুলো খোলাবাজারে বিক্রি করার জন্য মজুদ করা হয়েছিল। ১৮ ডিসেম্বর বিকালে অভিযান চালিয়ে পণ্যগুলো জব্দ করা হয়। জব্দ পণ্যগুলো ৭টি কাভার্ড ভ্যানে করে কাস্টমসের নিলাম শেডে নিয়ে যাওয়া হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, রপ্তানির শর্তে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা অন্তত ১০০ টন নিট ফেব্রিকস খোলাবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে এখানে জড়ো করা হয়েছিল। আইন অনুযায়ী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের গুদামে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্য রাখার সুযোগ নেই।

২০২৪ সালে যুক্ত হবে আরও দুই আইসিডি

চট্টগ্রামে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে চালু হতে যাচ্ছে আরও দুটি বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি)। দক্ষিণ কাট্টলি এলাকায় অ্যাংকোরেজ কনটেইনার ডিপো ও সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড এলাকায় বে লিংক কনটেইনারস নামে ডিপো দুটি নির্মিত হচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অনুমোদন নিয়ে চলতি বছরের (২০২২) জুলাই থেকে খালি কনটেইনার সংরক্ষণ শুরু করেছে ডিপো দুটি। অবকাঠামো নির্মাণকাজ শেষ হলে এনবিআরের অনুমোদন নিয়ে আমদানি-রপ্তানি কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম শুরু করবে ডিপোগুলো।

প্রতিটি ২০ একর জায়গায় নির্মিতব্য ডিপোগুলো ২০২৪ সালে পুরোদমে চালু হলে প্রায় ১২ হাজার টিইইউ কনটেইনার সংরক্ষণ করা যাবে। বছরে হ্যান্ডলিং সক্ষমতা হবে প্রায় ৬ লাখ কনটেইনার।

ডিপো দুটি অপারেশনে গেলে আইসিডির সংখ্যা দাঁড়াবে ২১টিতে। বর্তমানে ১৯টি আইসিডির কনটেইনার ধারণক্ষমতা প্রায় ৭৬ হাজার টিইইউ। দুটি আইসিডি বাড়লে এই ধারণক্ষমতা হবে ৮৮ হাজার টিইইউ।

রটারড্যাম সমুদ্রসৈকতের আদলে কক্সবাজারে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের ভাঙন রোধে বাঁধ দেওয়া হবে নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম সমুদ্রসৈকতে নির্মিত মাল্টিফাংশনাল ডায়েকের আদলে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে এ তথ্য দিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের ভাঙন রোধ এবং সৈকতের প্রশস্ততা বৃদ্ধি সম্পর্কিত ডিজাইন স্থানীয় সংসদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে আরও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে সংসদীয় কমিটি। সেই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংসদীয় কমিটিতে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের ভাঙন রোধে নিরপেক্ষ পরামর্শক আইডব্লিউএমের

অবসরে গেলেন পর্ষদ সদস্য মো. জাফর আলম

সরকারি চাকরি থেকে অবসরে গেলেন সরকারের যুগ্ম সচিব ও চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম। অবসর গ্রহণের সুবিধার্থে তিনি ২৭ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এর আগে ২৬ অক্টোবর ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে তার শেষ কর্মদিবস। ১ নভেম্বর তিনি অবসরে যান।

সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা মো. জাফর আলম সহকারী কমিশনার হিসেবে চাকরি শুরু করেন। এরপর ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ও চা বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত ৫ বছর তিনি নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার নদীভাঙায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্পে' কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

২০১৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে যোগ দেন। এ পদে এক বছরের অধিক দায়িত্ব পালন শেষে পদোন্নতি পেয়ে সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) পদে যোগ দেন। অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

চট্টগ্রাম বন্দরে থাকাকালীন বন্দরের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দেশের উন্নয়নে বন্দরের ভূমিকা তুলে ধরাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তার নেতৃত্বে উদ্ভাবিত ওয়ান স্টপ রিইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সেরা উদ্ভাবনী পুরস্কার পেয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দেশের অন্যতম মেগা প্রকল্প মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের সূচনাকাল থেকে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং এই প্রকল্পের প্রথম প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের প্রথম মেরিটাইম বিষয়ক ম্যাগাজিন বন্দর বার্তা ও সিপিএ নিউজ তার সম্পাদনায় যাত্রা করে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ২০১৬ সাল থেকে প্রকাশিত এ ম্যাগাজিন দুটি দেশের মেরিটাইম খাতের সংবাদ, তথ্য, বিশ্লেষণধর্মী লেখা, প্রযুক্তিজ্ঞান, বিভিন্ন দেশের মেরিটাইম খাতের তথ্য ও সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বন্দর তথা মেরিটাইম খাতের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, হালনাগাদ পরিসংখ্যান, উদ্যোগ, পরিকল্পনা জানার পাশাপাশি অন্যান্য বন্দরসমূহ, স্টেকহোল্ডারদের তথ্য, মেরিটাইম খাত নিয়ে সরকারের উদ্যোগ জানতে পারছে পাঠকরা। বাণিজ্য সংগঠন, রেগুলেটরি অথরিটিসমূহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বন্দর বার্তা ও সিপিএ নিউজ।

সরকারি চাকরির পাশাপাশি মো. জাফর আলম বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। তিনি ফাউন্ডেশন ফর অটিজম রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের (ফেয়ার) আজীবন সদস্য। ২০০৭ সাল থেকে অটিস্টিক শিশুদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে কাজ করছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতালের আজীবন সদস্য তিনি।

ছবিতে সংবাদ

স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বন্দর চেয়ারম্যান ও পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

৫ম চট্টগ্রাম বন্দর বিজয় দিবস কাপ গল্‌ফ টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের মাঝে ২৪ ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণ করছেন অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ১৪ ডিসেম্বর বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

চট্টগ্রাম বন্দরের বিদায়ী পর্ষদ সদস্য কমডোর মোস্তাফিজুর রহমানের বিদায় অনুষ্ঠানে ২৫ ডিসেম্বর তার হাতে সৌজন্য উপহার তুলে দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান

করা সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের ভাঙন রক্ষার্থে মাল্টিপারপাস বাঁধ নির্মাণ এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন ডিজাইন প্রণীত হয়েছে।

সমীক্ষাকালীন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারের মতামত আমলে নিয়ে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত ডিপিপিকে ব্যয়সাশ্রয়ী আকারে পুনর্গঠনের কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরে চলমান রয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের ভাঙন রোধের বিষয়টি নিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচনা হয়। কমিটির সদস্য বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ জানান, ন্যূনতম এক কিলোমিটার দূর থেকে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত এলাকা প্রতিনিয়ত ভাঙনের কবল থেকে মুক্তি পাবে।

দুর্ঘটনায় ছড়িয়ে পড়া তেল অপসারণ ও জাহাজ উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড

মেঘনা নদীর ভোলা অংশে একটি কার্গো জাহাজের ধাক্কায় তলা ফেটে ডিজেলবাহী অন্য একটি জাহাজের অর্ধেক ডুবে যায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাহাজ থেকে ছড়িয়ে পড়া তেল অপসারণ ও দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজটি উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি, জাহাজের ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৪টার দিকে ভোলার সদর উপজেলার কাঠিরামাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী দল খবর পেয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেয়।

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার আব্দুর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরগামী পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের তেলবাহী এমভি সাগর নন্দিনী-২ ট্যাংকারে আনুমানিক ৯ লাখ লিটার ডিজেল ও ২ লাখ ৩৪ হাজার লিটার অকটেন ছিল। মেঘনা নদীতে ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি কার্গো জাহাজ এমভি সাগর নন্দিনী-২ ট্যাংকারকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষে তেলবাহী ট্যাংকারের ইঞ্জিনরুমের ডানপাশে ফেটে এটি অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ডুবে যায়।

তিনি আরও বলেন, কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেস ভোলা থেকে দুটি আভিযানিক দল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে অর্ধেক ডুবে যাওয়া ট্যাংকারটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঘটনাস্থলে অবস্থান নেয়। এছাড়া দুর্ঘটনাকবলিত অয়েল ট্যাংকার থেকে নিঃসৃত তেল যেন মেঘনা নদীতে ছড়িয়ে পড়ে জীববৈচিত্র্যে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে, সেজন্য কোস্ট গার্ড একটি ল্যামোর সংযোজিত অত্যাধুনিক বোটের মাধ্যমে পানিতে তেল আলাদা করার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এদিকে ট্যাংকার ডুবিতে পরিবেশদূষণের কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে দুটি কমিটি। বিপিসির চেয়ারম্যান এবিএম আজাদ বলেন, ট্যাংকারে আনুমানিক ১০টি চেম্বার ছিল। এর মধ্যে একটি চেম্বার সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেখান থেকে কিছু তেল মেঘনায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিমাণ এক থেকে দেড় হাজার লিটারের বেশি নয়। এর মধ্যে আবার কিছু তেল স্থানীয়ভাবে উদ্ধার করা হয়েছে।

জাপানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সমীক্ষা শুরু

জাপানের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির (ইপিএ) যেকোনো একটি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে যৌথ সমীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যৌথভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষসহ দুই দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, দুই দেশের মধ্যে এফটিএ বা ইপিএ স্বাক্ষরের বিষয়ে সমীক্ষার কার্যক্রম আজ শুরু হলো। এর উদ্দেশ্য হলো ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হওয়ার আগেই আমরা যেন একটি চুক্তি করতে পারি, যাতে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।

তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন অংশীদার। বিগত ৫০ বছর তারা বাংলাদেশকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জাপান এখন বাংলাদেশের বড় রপ্তানি বাজারও।

করোনা মহামারিকালীন স্থবিরতার পর কনটেইনার সংকট, জাহাজজট ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়তে হয়েছে সমুদ্র পরিবহন খাতকে। মহামারি নিয়ন্ত্রণে আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে একদিকে যেমন জাহাজ চলাচল কমেছে, অন্যদিকে ভোক্তা চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বন্দরগুলোয় কনটেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বেড়েছে। ফলে শীর্ষ বন্দরগুলোয় জাহাজকে অবস্থানও করতে হয়েছে বেশি সময়।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিপ ট্রাফিকে পতন

ডাইরেক্ট পোর্ট কলে পরিবর্তন (২০২০ সালের তৃতীয় প্রান্তিক থেকে ২০২২ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত হিসাব, শতাংশে)

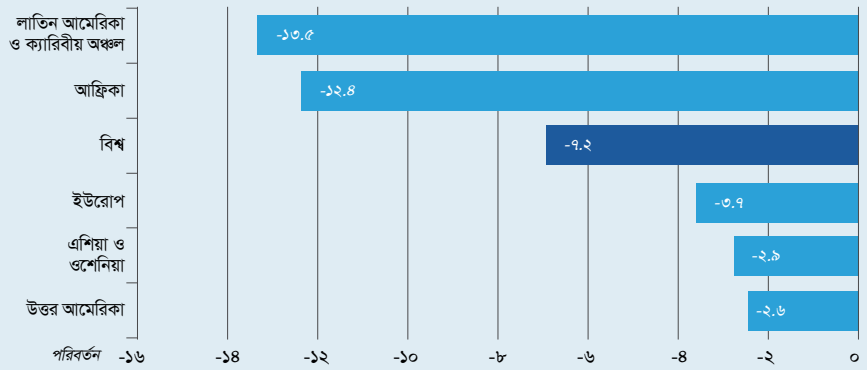

বন্দরে অবস্থানের সময়

২০২১ সালে কনটেইনার জাহাজ ভেড়ার সংখ্যায় বিশ্বের শীর্ষ ২০ দেশের বন্দরগুলোয় জাহাজ অবস্থানের গড় সময় (২০২২ সালের প্রথমার্ধের হিসাব)

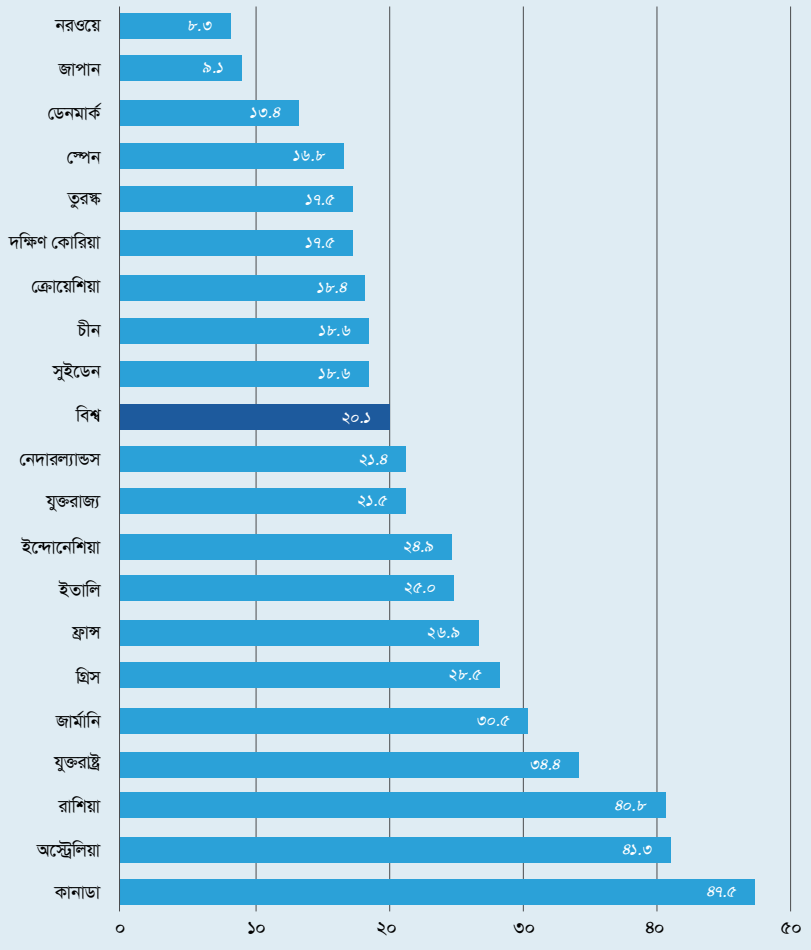

সূত্র : আঙ্কটাড

২০২১ ও ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

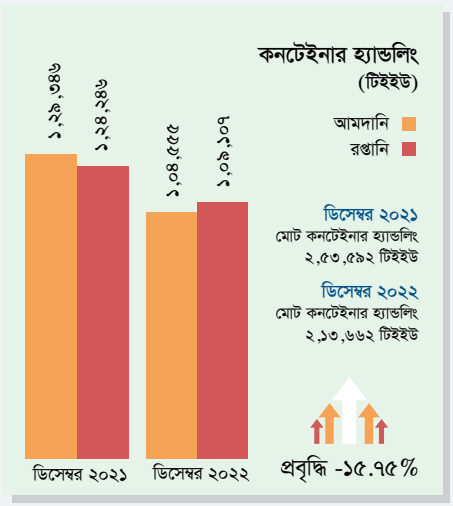

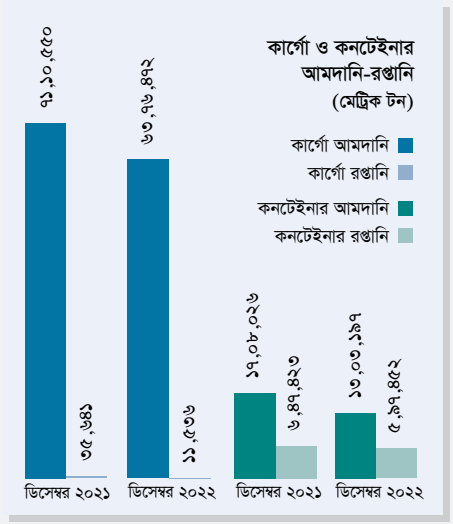

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority